নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের সকলের রব। সুতরাং তারই ইবাদত কর। এটিই সরলপথ। (আল কুরআন ১৯:১৬)

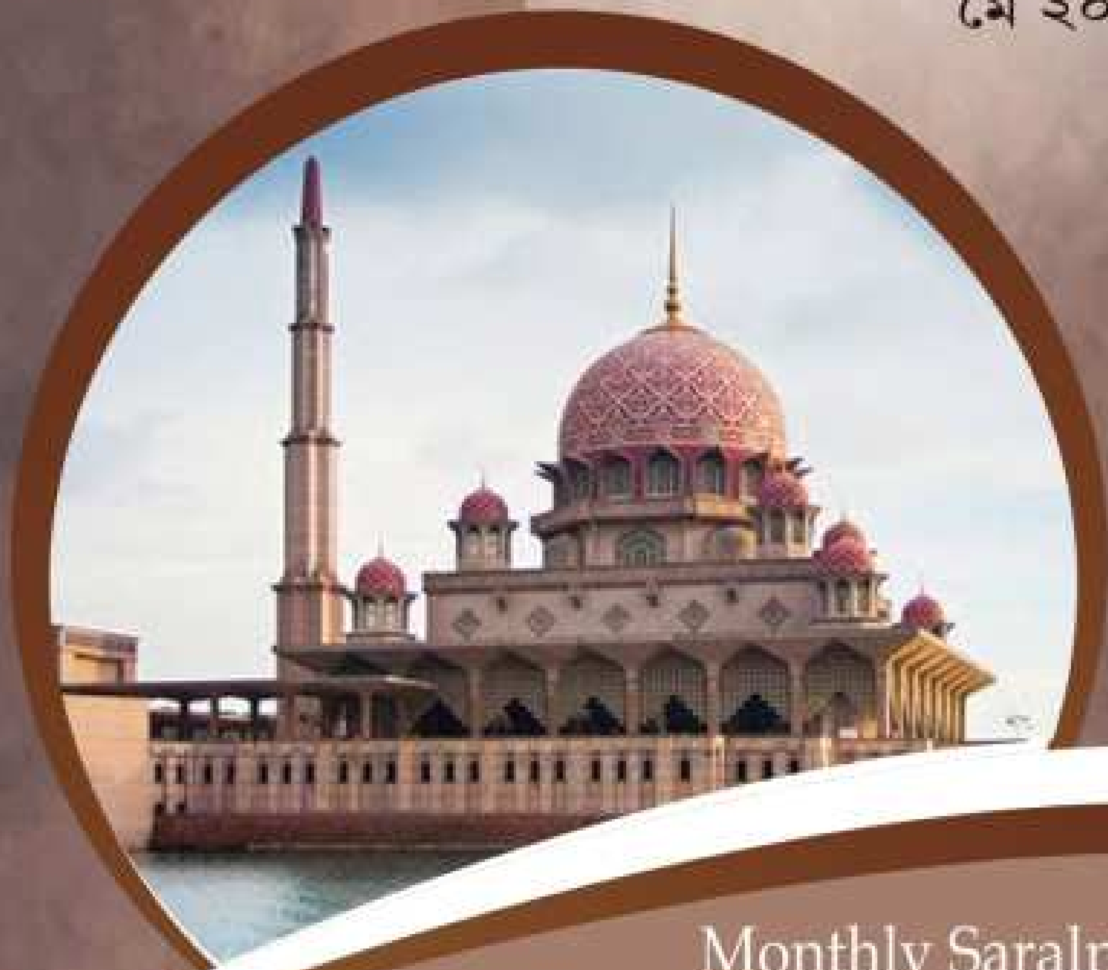
মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ প্রদর্শক

web: www.masiksaralpath.in

৭ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা
সাবান-রমাযান ১৪৪০
মে ২০১৯



Monthly Saralpath



7th Years, Edition No.-12
May-2019

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৭ম বর্ষ ঃ	১২ তম সংখ্যা
শাবান-রমাযান ঃ	১৪৪০ হিজরী
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ঃ	১৪২৬ বাংলা
মে ঃ	২০১৯ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ

সম্পাদক, মাসিক সরল পথ

উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)

পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫

মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)

জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ

এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪

Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com

Website : www.masiksaralpath.com

★★ প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলায় টইটুম্বুর আমাদের এই মাতৃভূমি। খাল-বিল, নদী-নালা আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা আমাদের এই পিতৃভূমি। সাগর-মহাসাগর আর বন-বনানীতে ভরা আমাদের এ ভারতভূমি। রূপে রূপে এক অপরূপা সাজে সজ্জিত এ ভূ-খণ্ডের আয়তন ৩২ লাখ ২৭ হাজার ২৬৩ বর্গকিলোমিটার। অবস্থানগত দিক দিয়ে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম স্থানে অধিষ্ঠিত। জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ কোটি। যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল। নয়নাভিরাম বৈচিত্রে ভরা এ দেশ পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক উপায়ে।

গণতন্ত্র শব্দটি বাংলা। এর ইংরেজি পরিভাষাটি হল ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ দেমোক্রাতিয়া থেকে। দেমোক্রাতিয়া দেমাস এবং ক্রাতোস শব্দ নিয়ে গঠিত। দেমাস অর্থ জনগণ আর ক্রাতোশ শব্দের অর্থ ক্ষমতা। অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতা। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় গণতন্ত্রের প্রাণপুরুষ আব্রাহাম লিংকন বলেছেন 'Government of the people, by the people, for the people.' অর্থাৎ সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। আইন তৈরি ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে গণতন্ত্রে, যা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের নীতি হলো 'Majority must be granteed' অর্থৎ অধিকাংশের রায় চুড়ান্ত। গণতান্ত্রিক দেশে ভোট ময়দানে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিতের যে মর্যাদা, সর্বনিম্ন মূর্খেরও সেই একই মর্যাদা। একজন সুইপারের যে মূল্য, একজন আর্কিটেক্টরও একই মূল্য। একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর যে মূল্য, একজন পাগলেরও সেই একই মূল্য। একজন ডাক্তারের যে সম্মান, একজন ডাকাতেরও সেই একই সম্মান। একজন সৎ, যোগ্য, দক্ষ নির্ভীক প্রশাসকের যে মূল্য, একজন চোরেরও সেই একই মূল্য। মজার ব্যাপার হলো, গণতন্ত্রে মাথা গণনা করা হয়, মাথার মধ্যে ঘিলুর মূল্যায়ণ করা হয় না।

বিশ্বে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের দেশ। এ দেশ পরিচালিত হয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে। জাতীয় নির্বাচন তথা লোকসভা নির্বাচন। লোকসভায় যারা নির্বাচিত হন, তাদের সাংসদ বলে। সাংসদরা নির্বাচিত হন জনগণের ভোটের মাধ্যমে। লোকসভায় আসন সংখ্যা ৫৪৩টি। সরকার গড়তে কমপক্ষে ২৭২টি সাংসদের ভোট প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরা দেশের শাসক হিসাবে মান্যতা পান।

দেশের শাসক হবার অভিপ্রায়ে প্রার্থীরা ভোট ময়দানে নেমে পড়েন। প্রত্যেক দলের নেতা-নেত্রীরা নিজ দলের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ভোট প্রার্থীরা যে কোনো মূল্যে বিজয়ী হবার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। এমনকী দলের নমিনেশন পাওয়ার জন্যও বহু প্রার্থী কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতেও শোনা যায়। অবৈধভাবে ভোট কেনার জন্য বহু প্রার্থী আযাচিত অর্থ ব্যয় করতেও পিছপা হয়না। তাছাড়া, রাজনীতির আঙিনায় নেতাদের গাজোয়ারী মনোভাব সুবেদিত। 'জোর যার মুলুক তার' এটাই যেন বর্তমান রাজনীতির মৌল নীতি। ফলে, জনগণের স্বেচছায় ভোটাধিকার আজ হরণের পথে।

দেশীয় গণতন্ত্রে শাসক হবার নূন্যতম যোগ্যতার মাপকাঠি না থাকায় গণতন্ত্র আজ ভূলুণ্ঠিত। গণতন্ত্র নামক সিঁড়ির সুবাদে রাষ্ট্র পরিচালনার অলিন্দে বেনোজলের মতো অবাধে প্রবেশ করে একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তিরা। রাজনীতির আঙিনায় প্রাধান্য পায় চোর, ধর্ষক, খুনি, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, দাঙ্গাবাজরা। তাদের আনাগোনায় রাজনীতি হল কলুষিত। দেশের সর্বোচ্চ পীঠস্থান হল কালিমালিপ্ত। ফলশ্রুতিতে আজকের গণতন্ত্র বহুমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন।

কিছু অসাধু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের হিংসাশ্রয়ী মানসিকতার জন্য ভারতের আকাশে ঘন গাঢ় কালো মেঘের ঘনঘটা। তর্জন গর্জনে প্রকম্পিত আকাশ-বাতাস। হয়তো অকাল বর্ষণে প্লাবিত হবে এদেশের পথঘাট। রক্তে রঞ্জিত হবে এ দেশের মাটি। নষ্ট হবে হাজার বছরের সৌভ্রাতৃত্বের লালিত স্বপ্ন। স্বার্থের তাগিদে সমাজকে তারা হিংসা বিদ্বেষ আর খুনোখুনিতে মাতোয়ারা করে রাখতে চায়। মৃত্যু মিছিলের মাঝে দাঁড়িয়েও তারা চায় ক্ষমতা। ফলে, ভোট সর্বস্ব রাজনীতিতে হিংসা বিদ্বেষ মারামারি, খুনোখুনি নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই বর্তমান ভোট মানে নাটের খেলা, ভোট মানে রক্তের খেলা, ভোট মানে পেশিশক্তির খেলা। তাই, আজকের গণতন্ত্র রাজশক্তির গণতন্ত্র, অভিজাতের গণতন্ত্র, যাজকের গণতন্ত্র, শিল্পপতিদের গণতন্ত্র, পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র, পেশী শক্তির গণতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, স্বার্থের গণতন্ত্র। বর্তমান গণতন্ত্রে গণতন্ত্র ছাড়া আর সব কিছুই আছে।

নেতাদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের চরিত্র প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। সুতরাং নেতারা যদি সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও ভালো না হয়, তাহলে দেশের সমূহ অকল্যাণ। নেতাদের হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে আদর্শিক লড়াই লড়তে হবে। দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে নিয়ে যেতে হলে মানুষকে হত্যা নয়, সম্পদে পরিণত করতে হবে। মনুষ্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখলের চেষ্টা করতে হবে।

আমরা কি পারিনা! হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত রাজনীতি করতে? আমরা কি পারিনা ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে? আমরা কি পারিনা খুন মুক্ত ভোটে লড়তে? আমরা কি পারিনা সুস্থ সমাজ, সুস্থ পরিবেশ গড়তে? বন্ধ হোক হিংসা-বিদ্বেষ, বন্ধ হোক হানাহানি, ভেঙে ফেলা হোক জাতপাতের প্রাচীর।

আসুন! আমরা সবাই এগিয়ে আসি।

আলমগীর সর্দার।

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

আমাদের যিনি নির্বাচক তাঁর যেন নিমক হারামী না করি

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন (মানব জাতির কল্যাণের জন্য) আর তিনি দ্বীনে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (অনুসরণ করো) ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর রীতিনীতির। তিনি পূর্বে ও এই ইসলামে তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন, যাতে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা লোকেদের বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারো। অতএব তোমরা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ্র (বিধান) কে আঁকড়ে ধরো। তিনি তোমাদের অভিভাবক, উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী (সূরাহ্ হাজ্জ ৭৮)।

একই মর্মের অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত মানব কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে (সমগ্র মানুষের মধ্য হতে মুসলিমরূপে) বের করা হয়েছে। (কর্তব্য হচ্ছে) সমস্ত ভাল কাজের পরামর্শ তোমরা প্রদান করবে এবং মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি (অবিচল) বিশ্বাস রাখবে'' (সূরাহ্ আলে ইমরাণ ৩/১১০)।

প্রতিটি জনজাতি স্বজাতির কল্যাণ, উন্নতি এবং মঙ্গল কামনা করে। তার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। প্রচেষ্টা করে। পারস্পরিক সহযোগিতা করে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র জন্মই হচ্ছে সমগ্র মানবমণ্ডলির জন্য কল্যাণ কামনা করা। তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ যা কিছুতে আছে তা সুনিশ্চিত করাটাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব। এজন্যই মহান আল্লাহ্ ঘোষণা দেন, ''মুসলিমরা সকল মানুষের জন্য (সূরাহ্ আলে ইমরাণ ঃ ১১০), কুরআন সকল মানুষের জন্য (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ঃ ১৮৫), কুরআন প্রচার সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য (সূরাহ্ ইব্রাহীম ঃ ৫২), রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সকল মানবকূলের জন্য (সূরাহ্ আ'রাফ ঃ ১৫৮) এবং সৃষ্টিকর্তা সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য যিনি তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ (সূরাহ্ নিসা ঃ ১)। এছাড়াও মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে 'হে মানবমণ্ডলী' সম্বোধন করে একুশ স্থানে সমগ্র মানুষ জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

অতএব সৃষ্টিকর্তা সমস্ত মানবের এজন্যই কুরআনও সমগ্র মানুষের জন্য, রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সমস্ত মানুষের রসূল এবং মুসলিম উম্মাহ্ সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য নির্বাচিত। তাই একজন মুসলিমের শুধুমাত্র নিজের ও মুসলিমদের ভাল ও মন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেনা বরং সে সকলের জন্য ভাববে। আল্লাহ্ সকলের জন্য জীবিকা, আলো, বাতাস এবং জীবন ধারণের সবকিছু নির্ধারিত রেখেছেন, তেমনই মুসলিম জাতিকে সকলের নিকট আল্লাহ্র বিধান পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। রসূল ও তাঁর অনুগামীদের এটাই দায়িত্ব ও কর্তব্য (সূরাহ্ ইউসুফ ১০৮)। মহান আল্লাহ্ ওই ব্যক্তিকে সব চাইতে বড় যা-লিম বা অত্যাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যার নিকট সত্যের সাক্ষ্য ও প্রমাণ থাকা সত্বেও তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয় না। আল্লাহ্ বলেন —

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

ওই ব্যক্তির চাইতে অত্যাচারী কে হবে যার নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত (সত্যের) সাক্ষ্য রয়েছে আর সে তা গোপন করে রেখেছে? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে গাফিল নন (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৪০)।

মুসলিমদের দাবী যে তাঁরা হক পথে রয়েছেন। সেই পথ তো সকলের জন্য। তাহলে সেই পথের দিকে গাইড করা কি কল্যাণকামী উম্মাতের করণীয়ের মধ্যে পড়ে না?

যারা শাহাদাহ্ বা সাক্ষ্যকে গোপন করে তাদের হৃদয়কে

পাপি হৃদয় বলে আল্লাহ্ আখ্যায়িত করেছেন (সূরাতুল বাক্বারাহ্ ২/২৮৩)। যারা সত্যকে গোপন করে এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছায় না, প্রচার করে না, তারা অভিশপ্ত আল্লাহ্র নিকট ও ফেরেশতাহ্ মণ্ডলির নিকট। একথা আল্লাহ্ কুরআনে স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেছেন (সূরাহ্ বাক্বারাহ ২/১৫৯)। যারা অভিশপ্ত নিশ্চয় তাদের জীবন সুখকর হবেনা এবং পারোলৌকিক জীবন হবে আরও বেদনাদায়ক। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যে ব্যক্তি আমার যিক্র (বিধান) কে উপেক্ষা করবে তার পার্থিব জীবন হবে সংকটময় এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন অন্ধ করে উঠালে, আমি তো চোখওয়ালা ছিলাম? তিনি বলবেন, আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল, তাকে যেমন তুমি ভুলে ছিলে, অনুরূপ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে'' (সূরাহ্ ত্বহা ১২৪-১২৬)।

উপমহাদেশীয় মুসলিমদের দুর্দশা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। হকের বার্তা না পৌঁছানোর পরিণতি যে এটা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একই মানব-মানবী হতে বিস্তার লাভ করা পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাসরত পরিবার গৃহ দ্বন্দ্বের শিকার। ভ্রাতৃহন্তায় তৃপ্ত হয়েছিল কাবিল। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত খুনীদের দল সত্য হতে দূরে থাকার সুপথ বিস্মৃত হয়েছে। যে বিষয়ে কারও অজ্ঞতা থাকে তাতে সে বিরোধিতা করে। এটাই মানব প্রকৃতি এবং এটাই চিরন্তন সত্য। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের এমন আচরণ। তবে এটাও বাস্তব যে জ্ঞানতঃ অনেকে অন্যায়ে উদ্যত। এটা যেমন তথাকথিত মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে। তেমনি অমুসলিমদের মাঝেও। সিংহভাগ আম জনতা এমন রয়েছেন যাঁরা অজ্ঞতার শিকার। শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করেন আল্লাহ্। তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব তখনই আসবে যখন হকের বার্তা তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তা তারা অস্বীকার করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''আমি শাস্তি দিই না যতক্ষণ না আমি রসূল প্রেরণ করি'' (সূরাহ্ ইসরা ১৫)। পলিটিক্যাল পাওয়ার হস্তগত হলেই ভয় মুক্ত সমাজ গঠিত হবে এমন ভাবনা যাদের। এমন ভাবনা যাদের, তারা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস মনে হয় নজরে রাখছেন না। মহান আল্লাহ্ একমাত্র শির্ক মুক্ত সমাজের জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন (সূরাতুল আন্‌আম ৮২)। সূরাহ্ নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতেও একই কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতির দুআও কবুল করেন না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমি আল্লাহ্র নিকট তিনটি দুআ করেছিলাম। তিনি দুটি কবুল করেন এবং একটি ফিরিয়ে দেন। দুআ করেছিলাম আমার উম্মত যেন সার্বিক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না হয়। তিনি তা কবুল করেন। চেয়েছিলাম যেন পুরো উম্মাত বন্যা কবলিত হয়ে ডুবে না ধ্বংয় হয়। তিনি তা আমাকে দেন, অর্থাৎ কবুল করেন। তাঁর নিকট চেয়েচিলাম যে, উম্মাত যেন আপস দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি (সহীহ্ মুসলিম ২৮৯০)। আজকে আমরা দ্বীনী স্বার্থ তো দূরাস্ত, দুনিয়াবী স্বার্থেও ঐক্যবন্ধ হতে পারছি না। তার কারণ আল্লাহ্ যা দেবেন তা আটকানোর কেউ নেই। দায়িত্ব পালন না করার শাস্তি চলছেই, চলবে যে যাবত না আমরা তাওবাহ্ করে পুনঃঅর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''(অভিশপ্ত তারা নয়) যারা তাওবা করে সংশোধন হয়েছে এবং যা প্রচারের দায়িত্ব ছিল তা করছে, আমি তাদের প্রত্যাবর্তনকে গ্রহণ করব। আমি তাওবাহ্ গ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৬০)। দ্বীনের বিষয়ে প্রচেষ্টাকারীদের সাথে আল্লাহ্ রয়েছেন। যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি মূসা ও হারুনের সাথে ছিলেন। তাঁদের দাওয়াতের পরে তা অমান্য করার পরিণামে আল্লাহ্ সপরিষদ ফিরআউনকে ডুবিয়ে শেষ করেন (সূরাহ্ ত্ব-হা ৪৩-৭৯)।

যখন মুসলিম উম্মাহ্ মানব কল্যাণের জন্য অজস্র মানুষের মধ্য হতে নির্বাচিত হয়েছেন, তখন আমরা যদি দেশীয় প্রেক্ষাপটে বিচার করি তাহলে দেখব যে, দ্বীনের নামে যত দৌড় ঝাঁপ তা কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। অথচ আমাদের মাঝে যে কুসংস্কার বিরাজ করছে তা কিন্তু বহিরাগত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যারা মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান করে, তারা তাদের মতই হয়ে যাবে'' (সুনানু আবী দাউদ ২৭৮৭)। আগুন নিজের দ্বারা পার্শ্বস্থকে উত্তপ্ত করে। বরফ নিজের শীতলতা দ্বারা চতুর্পাশ্বকে শীতল করে। অনুরূপ মুমিন নিজের আত্মসমর্পণকে ঈমানদার তৈরি করবে এটাই বস্তুগত স্বভাব। আগুন যদি পার্শ্বস্থ শীতলতার প্রভাবে নিভে যায়, তাহলে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে ছাই হয়ে যায়। অনুরূপ উত্তাপের প্রভাবে বরফের অস্তিত্ব নিঃশেষ হলে তারও নাম পরিবর্তিত হয়ে পানি হয়ে যায়। যারা পরিবেশের দোহায় দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংসের সম্মুখে এনে দাঁড় করেছে তাদের তওবা ও ফের নির্বাচিত প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনই একমাত্র মুক্তির উপায়। আল্লাহ্ আমাদের সম্বিৎ দান করেন ও কর্তব্য পালনের সাহস ও শক্তি দান করেন — আমীন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

সিয়ামের গুরুত্ব

মোহাঃ কুতুবুদ্দীন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ - وَ كَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ - كَانَ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

অর্থঃ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত — তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাযানে প্রতি রাতেই জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে করআন তেলাঅত করে শুনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রবাহিত বাতাস অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন" (বুখারী ১৯০২, মুসলিম ৩৫৫৪)।

সিয়াম একটি গরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। আল্লাহ্র রাহমাত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাসিল হয়। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তি ঘটে। তাই সঠিকভাবে সিয়াম পালন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত প্রকৃত সায়েম সেই যার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাপাচার থেকে, যবান মিথ্যা, নির্লজ্জ, কদর্যতা পূর্ণ ও অনর্থক কথা থেকে, উদর পানাহার থেকে বিরত থাকে। এরূপ সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। শুধু তাই নয়, রমাযান মাসে অধিক হারে দান-সাদকা করা, বেশি বেশি কুরআন তেলাঅত করা, রমাযানকে প্রকৃতভাবে মূল্যায়ন করার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা উপরের হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।

রমাযানের সিয়ামকে প্রকৃতভাবে যথার্থ ও কার্যকরী করতে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা —

১। তাকওয়া অর্জন ঃ তাকওয়া তথা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করার জন্যই রমাযানের সিয়াম ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের উপরে ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৮৩)।

আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয়সমূহ প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়।

২। আল্লাহ্র ইবাদাত ঃ আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদাতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ফরয স্বলাত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ فَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

অর্থ ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে স্বলাতের। যার স্বলাত ঠিক হবে তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার স্বলাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে (সিলসিলাহ সহীহাহ্ হাঃ ১৩৫৮)। সুতরাং স্বলাতের সমস্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে সঠিক সময় মতো মাসজিদে জামাআত সহ স্বলাত আদায় করা সায়েমের সিয়াম কার্যকরী করার একমাত্র উপায় ও তাকওয়া অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি। আর স্বলাত বিনষ্ট তাকওয়া পরিপন্থী। আল্লাহ্ বলেন —

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থ ঃ তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা তারা স্বলাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (সূরাহ্ মারিয়াম ১৯/৫৯-৬০)।

আবু হুরাইরাহ্ বর্ণিত হাদীসে এসেছে জনৈক অন্ধ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার এমন

কোনো লোক নেই যে আমাকে মাসজিদে নিয়ে আসবে। ফলে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে বাড়িতে স্বলাত আদায়ের অবকাশ দিলেন। যখন সে চলে যাচ্ছিল, তখন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَم - قَالَ فَاَجِبْ.

অর্থ ঃ তুমি কি স্বলাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও (মুসলিম হাঃ ১৫১৮)।

জামাআত পরিত্যাগ করার পরিণাম হচ্ছে নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি করা এবং এটা মুনাফেকীর অন্তর্ভুক্ত। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি আ সাল্লাম) বলেন —

اِنَّ اَثْقَلَ صَلٰوةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ وَ صَلٰوةُ الْفَجْرِ - وَ لَو يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِىْ بِرَجَالٍ مَعُهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

অর্থ ঃ ইশা ও ফজরের স্বলাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এই দুই স্বলাতের মধ্যে কী সওয়াব আছে, তাহলে তারা এই দুই স্বলাতের জামাআতে উপস্থিত হতো, পারলে হামাগুড়ি দিয়েও। আমার ইচ্ছা হয় স্বলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝা সহ বের হয়ে তাদের কাছে যায়। যারা স্বলাতে (জামাআতে) হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়িগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই (মুসলিম ১০৪১)।

৩। গীবত পরিহার করা ঃ তাকওয়া অর্জনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গীবত পরিহার করা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ - قَالُوا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ - قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

অর্থ ঃ তোমরা কি জানো গীবত কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সবিশেষ অবগত। তিনি বললেন, তোমরা কোনো ভাইয়ের এমন কোনো বিষয় উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো আপনার অভিমত কি যে, আমি যা বলি তা যদি আমার সেই ভাইয়ের মাঝে থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে (মুসলিম ১৭৯৩)।

মহান আল্লাহ্ গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন—

وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

অর্থ ঃ তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা বা গীবত করোনা, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে। স্বাভাবিকভাবে তোমরা একে ঘৃণ্যই মনে করবে (হুজুরাত ৪৯/১২)।

মিরাজের রাতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের নখগুলো তামার তৈরি, যা দিয়ে তারা ক্রমাগত তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে আঁচড় কাটছে। তখন তিনি তাঁর সাথী জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَ يَقَعُوْنَ فِى اَعْرَاضِهِمْ.

অর্থ ঃ এরা কারা হে জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম)। উত্তরে তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের মাংস খেত অর্থাৎ গীবত করতো এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত হানতো (আবূ দাঊদ ৪৮৭৮, মিশকাত ৫০৪৬)।

৪। চোগলখুরী ত্যাগ করা ঃ চোগলখুরী হচ্ছে বিববাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরকে বলা। এটা বড় পাপ। আল্লাহ্ বলেন —

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ.

অর্থ ঃ আর অনুসরণ করোনা তার যে কথায় কথায় শপথ করে; যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকটে লাগিয়ে বেড়ায় (কালাম ৬৮/১০-১১)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ

চোগলখোর জান্নাতে যাবেনা (মুসলিম ৩০৩, মিশকাত ৪৮২৩)।

একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন —

اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ - وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَ اَمَّا الْاٰ خَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَه.

অর্থ ঃ ঐ দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদেরকে বড়ো কোনো পাপের কারণে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছেনা। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। কাপড়ে পেশাবের ছিটে লেগে যেত কিন্তু তার জন্য কোনো ভ্রুক্ষেপ করত না, আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত (বুখারী ২১১)।

রমাযানের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মাসায়েল ঃ—

১। সিয়ামের নিয়াত ঃ নিয়াত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে সিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ছাড়া স্বলাত, সিয়াম বা অন্য কোনো ইবাদাতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোনো প্রমাণ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাতে পাওয়া যায় না। বিধায় তা পরিত্যাজ্য।

২। সাহারী খাওয়া ঃ ফজরের পূর্বে কোনো কিছু খাওয়াকে সাহারী বলা হয়। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً.

অর্থ ঃ তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে (বুখারী ১৮২৩)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَ صِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ.

অর্থ ঃ আমাদের ও আহ্‌লে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া।

সাহারী গ্রহণের ফযীলত সম্পর্কে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اِنَّ اللّٰهُ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَحَسِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় সাহারী গ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ্ রহমত দান করেন ও ফেরেশতাগণ দুআ করেন।

৩। দ্রুত ইফতার করা ঃ সিয়ামের অন্যতম সুন্নাত হলো তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

অর্থ ঃ মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা ইফতার করবে দ্রুত।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন —

لَا يَزَلُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا ماَ عَجَّلَ النَّاسُ الْطِفْرَ لِاَنَّ الْيُوْدَ وَ النَّصَارَى يُوَخِّرُوْنَ.

অর্থ ঃ দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে করবে। কেননা ইহুদী, নাসারারা দেরিতে ইফতার করে (আবূ দাউদ ২৩৫৫)।

৪। ইফতারের সময় দুআ করা ঃ ইফতারের সময় দুআ কবুল হয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَ دَعْوَة الْمُسَافِرِ.

অর্থ ঃ তিনটি দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না, পিতার দুআ সন্তানের

জন্য, সায়েমের দুআ ও মুসাফিরের দুআ তবে উক্ত দুআ হাত উঠিয়ে ও সমবেত ভাবে নয় (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ১৭৯৭)। ইফতার করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলবে ও আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলে শেষ করবে (বুখারী, মিশকাত ৪১৯৯)। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়া যাবে—

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহ্ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হলো (সহীহুল জামে ৪৬৭৮)।

৫। ইফতার করাতে আগ্রহী হওয়া ঃ সিয়াম পালনকারীকে খাবার দিলে বহু সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا اَوْ جَهَّزَ حَاجًّا او خَلَّفَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اِنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধাকে অথবা হজ্জ গমনকারীকে পাথেয় প্রস্তুত করে দিল অথবা তার পরিবারের দেখাশোনা করল বা প্রতিনিধিত্ব করলো কিংবা সায়েমকে ইফতার করালো তার সাওয়াব রয়েছে তার সমপরিমাণ। কিন্তু তাদের সওয়াব কম করা হবে না। ইফতার করার পর ইফতার দানকারীর জন্য দুআ আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই রকম একজনের ইফতার খাওয়ার পর দুআ করেছিলেন —

اَكَلَ طَعَامَكُمَ الْاَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ.

অর্থ ঃ পূণ্যবান ব্যক্তিগণ তোমাদের খাদ্য খেয়েছেন, ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দুআ করেছেন এবং সিয়াম পালনকারীগণ তোমাদের নিকট ইফতার করেছেন।

৬। সাদাকাতুল ফিতর প্রদান ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আমাদের খাদ্য বস্তু হতে ফিৎরার যাকাত প্রদান করতাম মাথা পিছু এক সা' যব, এক সা' খেজুর, এক সা' পনীর এবং এক সা' কিসমিস (বুখারী ১৮১৫)। সাদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মাথা পিছু এক সা'। তাই ফিতরা প্রদানের সময় সহজলভ্য সা' দিয়েই ফিতরা দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য বস্তু। এর বিকল্প অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করা সরাসরি সহীহ্ সুন্নাহ্‌র এর বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

দুআ করি আল্লাহ্ যেন উপরিউক্ত আমলগুলো ইখলাস সহকারে পালন করার ও রমাযানের সিয়ামকে সুরক্ষিত রাখার তাওফীক দান করেন, আমীন।

৫৪ পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ ১

মাসজিদের বিবরণ ১

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

১৮৮ ঃ মাসজিদ নির্মাণ এবং তার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

(ক) উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য মাসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) নির্মাণ করবেন।[১]

(খ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে —

اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ اَنْ تُنَظَّفَ وَ تُطَيَّبَ.

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মহল্লা বা গ্রামে মাসজিদ নির্মাণের এবং পবিত্র ও সুগন্ধময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

(গ) সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি লেখনিতে লিখেছেন —

فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ اَنْ نَصْنَعَهَا فِى دُوْرِنَا وَ نُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَ نُطَهِّرَهَا

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদেরকে মহল্লাতে মাসজিদ নির্মাণ করার, এর কাঠামোকে মেরামত করা এবং একে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিতেন।[৩]

ইমাম সানআনী (রহঃ) বলেন যে, এই হাদীসে মাসজিদ নির্মাণের হুকুম মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ সমস্ত পৃথিবীকেই আমার জন্য পবিত্র এবং মাসজিদ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির স্বলাতের সময় হয়ে যাবে فَلْيُصَلِّ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ. সে সেখানেই স্বলাত আদায় করে নেবে যেখানে স্বলাতের সময় হয়ে যাবে।[৪]

১। বুখারী ৪৫০, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মান বানা মাসজিদান ...... মুসলিম ৫৩৩, তিরমিযী ৩১৮, ইবনু মাজাহ্ ৭৩৬, আহমাদ ১/২৭০, বনু খুযাইমা ১২৯১, দারেমী ১/৩২৩, বাইহাক্বী ২/৪৩৭।

২। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৩৬, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু ইত্তাখাযিল মাসাজিদ ফিদ দাওরে, আবূ দাউদ ৪৫৫, আহমাদ ৫/১৭, তিরমিযী ৫৯৪।

৩। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৫৬।

৪। বুখারী ৩৩৫, কিতাবুত তায়াম্মুম ঃ বাবু কওলিল্লাহে তাআলা ফালাম তাজেদু মাআন ফা-তায়াম্মামূ ...., মুসলিম ৫২১, নাসায়ী ১/২১-০, দারেমী ১/৩২২, আহমাদ ৩/৩০৩, সুবুলুস সালাম ১/৩২৫।

১৮৯ ঃ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় স্থান হল মাসজিদ ঃ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا.

আল্লাহ্‌র নিকটে সব থেকে পছন্দনীয় স্থান হল মাসজিদ।[১]

১৯০ ঃ মাসজিদ সাজানো, রঙ-চঙ করা এবং গর্ব করার ও লোক দেখানোর জন্য নির্মাণ করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ।

(ক) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

" আমাকে মাসজিদ রঙ-চঙ করার হুকুম দেওয়া হয়নি।" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন —

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْهَا الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى.

তোমরা অবশ্যই অবশ্য মাসজিদকে সাজাবে এবং রঙ-চঙ করবে। যেমন ইহুদি ও খৃষ্টানরা করেছিল।[২]

(খ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মাসজিদ নিয়ে গর্ব করবে।[৩]

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে এবং খেলাফতের যুগে মাসজিদ এই রকমই ছিল। খলিফা অলীদ বিন আব্দুল মালেকই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাসজিদে নববীকে সাজিয়েছিলেন এবং নক্সাদার করেছিলেন। অলীদ প্রশাসক ছিলেন, তাই ওলামাগণ চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪]

১৯১ ঃ দ্রুত গতিতে মাসজিদে আসা নিষিদ্ধ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ الْوَقَارِ وَ لَا تَسْرَعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَافَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

১। মুসলিম ৬৭১, কিতাবুল মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত ঃ বাবু ফাযলিল জুলুস ফী মুসাল্লাতিন বাদাস্ সুবহে অ ফাযলিল মাসজিদ।

২। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৩১, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুন ফী বানাইল লি মাসাজিদ, আবূ দাউদ ৪৪৮, শারহুস সুন্নাহ্ ৪১৪, আবূ ইয়ালা ২৪৫, আব্দুর রায্‌যাক ৩/১৫২।

৩। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৩২, আবূ দাউদ ৪৪৯, ইবনু মাজাহ্ ৭৩৯, নাসায়ী ৩২১২, আহমাদ ৩/১৩৪, ইবনু খুযাইমা ১৩২২, দারেমী ১/৩২৭, ইবনু হিব্বান ১৬১৪, আবূ ইয়ালা ২৭৯৮।

৪। সুবুলুস সালাম ১/৩৬৫।

যখন তুমি ইকামাত শুনতে পাবে, তখন তুমি স্বলাতের জন্য ধীর স্থিরভাবে চল এবং তাড়াতাড়ি করো না। যতটা স্বলাত পাবে ততটা আদায় করো আর যতটা থেকে যাবে ততটা পরে পূর্ণ করে নিও।[১]

যদিও মসজিদে দ্রুত আসার নিষেধাজ্ঞাকে ইকামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কিন্তু ইকামাতের পূর্বেও দ্রুতগতিতে মাসজিদে আসা নিষিদ্ধ। যেমন হাদীসে রয়েছে — اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ.

যখন তোমরা স্বলাতের জন্য আসবে, তখন ধীর স্থিরভাবে এসো।[২]

১৯২ ঃ কাঁচা রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মাসজিদে আসা নিষিদ্ধ

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

مَن اَكَلَ ثُوْمًا او بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ.

যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন অথবা পিঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা আমাদের মাসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের ঘরেই বসে থাকে।[৩]

১৯৩ ঃ মসজিদে প্রবেশের দুআ ঃ

১। اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহিল আযীম অ বেঅজহিহিল্ কারীম অ সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ্ শয়তানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আশ্রয় চাইছি মহান আল্লাহ্র, তাঁর সম্মানিত মুখমণ্ডলের (সত্তার) এবং তাঁর আদি ক্ষমতার।[৪]

২। بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহে অস্ স্বলাতু অস্ সালামু আলা রসূলল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রসূলের উপর।[৫]

৩। اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমাফ্ তাহ্লি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।[৬]

১। বুখারী ৬৩৬, কিতাবুল আযান ঃ বাবু লা ইয়াস্আ ইলাস্ স্বলাত অলা ইয়াতিহা বিস্সাকীনাহ্ অল অকার।

২। বুখারী ৬৩৫, কিতাবুল আযান ঃ বাবু কওলির রাজুলে ফাতাত্নাস স্বলাত।

৩। বুখারী ৭৩৫৯ কিতাবুল এতেসাম বিল কিতাবে অস্ সুন্নাহ ঃ বাবুল আহকামিল লাতি তু'রাফু বিদ্দালায়েল ...., মুসলিম ৫৬৪, আবূ দাউদ ৩৮২২, তিরমিযী ১৮০৬, ইবনু মাজাহ্ ৩৩৬৫, আহমাদ ৩৩৮০, নাসায়ী ৪/১৫৮, বাইহাক্বী ৩/৭৬, ইবনু খুযাইমা ১৬৬৮।

৪। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৪১, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইনদা দুখুলিহিল মাসজিদ, আবূ দাউদ ৪৬৬।

৫। হাসান ঃ ইবনুস্ সুন্নি।

৬। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪৪০, নাসায়ী ২/৫৩, দারেমী ১/৩২৪।

১৯৪ ঃ মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ ঃ

(١) 'بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ'. (٢) 'اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ'.

(٣) 'اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ (১) 'বিসমিল্লাহে অস্ স্বলাতু আস্ সালাম আলা রসূলিল্লাহ্।' (২) 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা মিন্ ফায্লিকা।' (৩) 'আলুহম্মা আ'সিমনী মিনাশ্ শয়তানির রাজীম।'[১]

অর্থ ঃ (১) 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রসূলের উপর।'

(২) 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার অনুগ্রহ চাইছি।'

(৩) 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করো।'

১৯৫ ঃ মাসজিদে বসার পূর্বে ২ রাকাআত স্বলাত আদায় করা জরুরী

আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.

তোমাদের মধ্যে কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে, দু রাকাআত স্বলাত না পড়ে বসবে না।[২] এই মসলার বিস্তারিত বিবরণ নফল স্বলাতের অধ্যায়ে আসবে।

১৯৬ ঃ মাসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করা নিষিদ্ধ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

যে ব্যক্তি মাসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করতে শুনবে, সে বলবে ঃ আল্লাহ্ যেন তোমাকে হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন। কেননা এ জন্য মাসজিদ নির্মিত হয়নি।[৩]

১। আবূ দাউদ ৪৬৫, ইবনু হিব্বান ২০৪৯, মুসলিম ৭১৩, সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ১/১২৯, হিসনুল মুসলিম পৃঃ ৩৯।

২। বুখারী ৪৪৪, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুন ইযা দাখালা আহদুকুমুল মাসজিদ ফালইয়ারকা রাকাতাইনে ....., মুসলিম ৭১৪, তিরমিযী ৩১৬, আবূ দাউদ ৪৬৭, নাসায়ী ২/৫৩, ইবনু মাজাহ্ ১০১৩, আহমাদ ৫/২৯৫, শারাহুস্ সুন্নাহ্ ৪৮১, ইবনু খুযাইমা ১৮২৫।

৩। মুসলিম ৫৬৮, কিতাবুল্ মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত ঃ বাবুন নাহীয়ে আন নাশ্দিয্ যাল্লাতে ফিল্ মাসজিদ ......, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ্ ৭৬৭, আবূ আওয়ানাহ ১/৪০৬, আহমাদ ২/৩৪৯, ইবনু খুযাইমা ১৩০২, বাইহাক্বী ২/৪৪৭।

২য় পর্ব

ইসলামের কতিপয় মৌলিক নীতি

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্ তামীমী
অনুবাদ ও সংযোজনে ঃ আব্দুর রহমান

আল্লাহ্কে ভয় করা ঃ এটাও একটি ইবাদাত। এই মর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ সুতরাং যদি তোমরা মুমীন হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা, বরং আমাকেই ভয় কর (৩/১৭৫)।

رجاء ঃ আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের আশা-আকাঙ্খা করার নির্দেশ আল্লাহ্ স্বয়ং নিজেই দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থ ঃ সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেও শরীক না করে (সূরাহ্ আল্ কাহাফ ১১০)।

توكل অর্থাৎ ভরসা করা ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সর্বদাই তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র আদেশ হল —

وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ যদি তোমরা মুমীন (বিশ্বাসী) হও, তাহলে আল্লাহ্র উপরেই ভরসা রাখ (সূরাহ্ আল্ মায়েদাহ্ ২৩)।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ.

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (সূরাহ্ আত্ তালাক, ০৩)।

رغبت ، رهبت ، خشوع প্রবল আগ্রহ, ভয় এবং বিনয় এগুলি হল মানবীয় গুণাবলী ঃ এগুলোও আল্লাহ্র ইবাদত। সুতরাং এ সকল মানবীয় গুণাবলী অর্জন করার জন্য এর প্রতি আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে এ সকল গুণাবলী অতি আবশ্যক। এর প্রমাণে কুরআনে নিম্নলিখিত আয়াতটি অনুধাবন করুন। আয়াতটি হল —

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ.

অর্থ ঃ তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা আমার কাছে ছিল বিনয়ী (সূরাহ্ আম্বিয়া ৯০)।

خشيت অর্থ ভয় করা ঃ আল্লাহ্কে ভয় করাও একটি ইবাদাত। কারণ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁকে ভয় করার আদেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীচের আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى

অর্থ ঃ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২/১৫০)।

পবিত্র কুরআনের আরও একটি পরিভাষা হল — اِنَابَةٌ ঃ অর্থ ঃ অভিমুখী হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু অ-তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে অভিমুখী হওয়ার আদেশ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র শাস্তি আসার পূর্বে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। যেহেতু এই আদেশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তাই তার প্রতি আমল করাও একটি অপরিহার্য্য ইবাদাত। নিম্নলিখিত আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি রাখুন, তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থ ঃ তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না (সূরাহ্ যুমার ৫৪)।

কুরআনের অপর একটি পরিভাষা হল — اِسْتِعَانَةٌ ঃ

অর্থঃ সাহায্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা মানুষকে আদেশ করেছেন সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা কেবল তাঁর কাছেই করতে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যাবেনা। যেমন — কোনো পীর, অলী, দরবেশ প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। এটা আল্লাহ্র আদেশ। এটি পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ.

অর্থঃ আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি (সূরাহ্ ফাতিহা ১/৫)।

আর একটি হাদীসে মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اذا ستعنت فاستعن بالله. অর্থঃ আর যখন তোমরা সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে (তিরমিযী ২৫১৬, হাদীস সহীহ্))।

কুরআনের অন্য একটি পরিভাষা হল — تعوذ ঃ যার অর্থ আশ্রয় প্রার্থনা করা। মানুষ সমস্ত প্রকার শয়তানী কুমন্ত্রণা এবং মানুষের ক্ষতি হতে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে — হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দুষ্টু জ্বিন ও দুষ্টু মানুষের সার্বিক ক্ষতি থেকে রক্ষা কর। এর প্রমাণে কুরআনের আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আয়াতটি হল —

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ০ مَلِكِ النَّاسِ ০ اِلٰهِ النَّاسِ.

অর্থঃ (হে নাবী)! আপনি বলেদিন যে, আমি মানুষের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যিনি মানুষের মালিক। যিনি মানুষের উপাস্য (সূরাহ্ নাস ০১-০৩)।

উক্ত আয়াতগুলি থেকে আমরা অবগত হলাম যে সর্বক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজনে মুমিনরা কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাইবে। যেহেতু এই আদেশ স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে। তাই এই আদেশ মেনে চলা আমাদের জন্য অপরিহার্য (ফরয) কর্তব্য। এটাও একটি ইবাদাত। এই মর্মে অপর একটি আয়াত হল —

وَ اِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ.

অর্থঃ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরাহ্ হামীম সাজদা ৩৬)।

পবিত্র কুরআনের আর একটি পরিভাষা হল اِسۡتِغَاثَةٌ **— এর অর্থ** ঃ 'সকাতর প্রার্থনা করা।' শব্দটির মাধ্যমে প্রার্থনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের রূপ জানা যায়। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করব, তখন সকাতরে-কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করতে হবে। অন্যথায় আমাদের প্রার্থনা কবুল করা হবেনা। কেননা প্রার্থনার সময় কেমন মন-মানসিকতা নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি নির্দেশ এসেছে। আর সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ মুতাবেক কার্য সম্পাদন করাই হল ইবাদাত। এই প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতটি বুঝতে সাহায্য করবে। আয়াতটি হল —

اِذۡ تَسۡتَغِيۡثُوۡنَ رَبَّكُمۡ فَاسۡتَجَابَ لَكُمۡ.

অর্থঃ (মহান আল্লাহ্ বলেছেন) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর (কাতর কণ্ঠে) প্রার্থনা করবে তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন (সূরাহ্ আনফাল ৯ আয়াত)।

'কুরবানী' ঃ এটি একটি ইসলামিক পরিভাষা — যার সমর্থন পবিত্র কুরআন থেকে পাওয়া যায়। ইসলামে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। যেহেতু সকল উম্মাতের জন্য কুরবানী একটি পালনীয় ইবাদাত যা কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে। কুরআনী আয়াতটি হল — لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلۡنَا مَنۡسَكًا

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছি (সূরাহ্ হাজ্জ ৩৪ আয়াত)।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِىۡ وَ نُسُكِىۡ وَ مَحۡيَاىَ وَمَمَاتِىۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ০ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرۡتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ.

অর্থঃ (হে নাবী)! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমার স্বলাত, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম (সূরাহ্ আনআম ১৬২-১৬৩)।

আর মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لعن الله من ذبح لغير الله.

অর্থাৎ , ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য যবাই করে (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮)।

نذر এই শব্দটিও কুরআনের একটি পরিভাষা ঃ 'নযর' মানাও একটি ইবাদাত হবে যদি তা শরীয়তী নিয়ম-নীতি মেনে করা হয়। এর প্রমাণে কুরআনের নিম্নে উল্লেখিত আয়াতটি পড়ে বুঝার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

يُوفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا

অর্থ ঃ তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক (সূরাহ্ দাহর ০৭ আয়াত)।

দ্বিতীয় মৌলিক নীতি ঃ দলীলসহ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা ঃ ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হল, এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করার মানসে তাঁর সম্মুখে মস্তক অবনত করা। আর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং সকল প্রকার শিরক ও মুশরিকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বোঝায়। এর তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ ঃ ইসলাম, দ্বিতীয় ধাপ ঃ ঈমান এবং তৃতীয় ধাপ ঃ ইহসান। এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটির কিছু রুকুন আছে।

প্রথম ধাপ ঃ ইসলামী সভ্যতার রুকুন পাঁচটি। যথা —

(১) আল্লাহ্ ছাড়া সত্য উপাস্য কেউ নেই - এর সাক্ষ্য প্রদান করা এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সত্য রসূল হিসাবে বিশ্বাস করা। (২) স্বলাত কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রমাযান মাসে ১ মাস যাবৎ সিয়াম পালন করা এবং (৫) সামর্থ থাকলে (জীবনে অন্ততঃ একবার) কাবা ঘরের হাজ্জ সম্পন্ন করা।

১। আল্লাহ্কে সত্য মাবুদ (উপাস্য) হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সত্য রসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রথম দলীল ঃ—

মহান আল্লাহ্ বলেন —

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (সূরাহ্ আল্ ইমরাণ ৩/১৮)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ অত্র আয়াতের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হল ঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই। এখানে '**لا الـه**' শব্দটি দ্বারা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত পূজনীয় বস্তুর অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই আয়াতের '**الا الله**' শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদাত করা প্রমাণিত। যেমন তাঁর ইবাদাতে কেউ শরীক নেই। অনুরূপভাবে তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে কেউ শরীক নেই।

দ্বিতীয় দলীল ঃ নিম্নলিখিত আয়াতটির দ্বারা বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ. اِلَّا الَّـذِىْ فَـطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنِ.

অর্থ ঃ (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন (সূরাহ্ যুখরূফ ২৬-২৮ নং আয়াত)।

এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে, যাতে ওরা (সৎপথে) প্রত্যবর্তন করে।

তৃতীয় দলীল ঃ অপর একটি আয়াত পাঠ করুন এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করুন — তাহলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হবে। আয়াতটি হল —

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ ঃ তুমি বল ! হে আহ্‌লে কিতাব (ধর্মগ্রন্থধারী)গণ ! এসো সে বাক্যের প্রতি যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; (তা এই যে) আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না, কোনো কিছুকেই তাঁর অংশীদার করব না এবং আমাদের কিছু লোক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অপর কিছু লোককে প্রভুরূপে গ্রহণ করবেনা। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) (সূরাহ্ আল্ ইমরাণ ৩/৬৪)।

সহীহ্ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, কুরআনুল কারীমের এই নির্দেশ অনুযায়ী রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রোমক বাদশাহ হিরাকলের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন এবং পত্রের মাধ্যমে এই আয়াতের দাবি অনুযায়ী তাঁকে ইসলাম কবুল করার প্রতি আহ্বান জানান।

ইসলাম কবুল করে নাও, নিরাপত্তা পাবে। মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ নেকী দিবে। কিন্তু যদি তুমি ইসলাম স্বীকার না কর, তাহলে প্রজাদের পাপও তোমার উপর চাপবে (বুখারী ৭ নং, সহীহ্ মুসলিম ১৭৭৩ নং)। কেননা, প্রজাদের ইসলাম স্বীকার না করার কারণই হবে তুমি। আলোচ্য আয়াতে তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লেখিত হয়েছে — (ক) কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করা, (খ) তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং (গ) কাউকে শরীয়তী বিধান প্রণয়নে ইলাহী মর্যাদা না দেওয়া। এটাই সেই ‘অভিন্ন বাক্য’ যার উপর ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রতি আহ্‌লে কিতাবদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সুতরাং এই শতধাবিচ্ছিন্ন উম্মতকেও ঐক্যবন্ধ করতে উক্ত তিনটি বিষয়কে এবং এই ‘অভিন্ন বাক্য’কে অধিকরূপে মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল একথার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে, তার দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল —

মহান আল্লাহ্ বলেন —

لَقَدْ جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَئُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, বিশ্বাসীদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা - পরায়ণ (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ১২৮)।

‘মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল’ একথার সক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী ?

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র একজন রসূল — এ কথার অর্থ হল, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যা আদেশ করেছেন, তার আনুগত্য করা এবং তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে সব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন সত্য বলে তা গ্রহণ করা। আর যে সকল বিষয়ে তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তা পরিহার করে চলা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত সেইভাবে পালন করা যেভাবে মুহাম্মাদী শরীয়তে বিদ্যমান।

স্বলাত, যাকাত ও তাওহীদের ব্যাখ্যার দলীল হল, এই আয়াতটি। আল্লাহ্ বলেন —

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُو اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

অর্থ ঃ তারা তো আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং স্বলাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম (সূরাহ্ বাইয়্যিনাহ্ ০৫ আয়াত)।

(৪) আর রমাযান মাসে সাওম’ বা রোযা পালন করতে হবে তার দলীল নীচের আয়াতটি। মহান আল্লাহ্ বলেন —

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমীনগণ ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার (সূরাহ্ ২/১৮৩)।

শেষ পর্ব

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যা হজ্জ উমরাহ্‌তে মহিলাদের করণীয় ও হজ্জ উমরাহ্ সংক্রান্ত মহিলাদের জন্য ত্রিশটি বিশেষ উপদেশ

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বা'য, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু স্বলিহ আল্ উসাইমীন, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন জিবরীন (রহঃ) ও ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্

ভাষান্তর ঃ উবাইদুর রহমান বিন আব্দুল মান্নান

৮। **অষ্টম উপদেশ ঃ** আপনার ঋতু বা মাসিক চলাকালীন আপনি যদি মীকাত অতিক্রম করেন তবে অবশ্যই আপনি ইহরাম বাঁধবেন। (পবিত্রতা বা ত্বহারাত ইহরামের শর্ত নয় বা হায়েয ইহরামের প্রতিবন্ধক নয়) মীকাতে অন্যান্য মহিলাদের মত আপনিও গোসল, সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নখ কাটা ইত্যাদি কাজগুলো করবেন। আপনার পবিত্র হওয়া ও গোসল করা পর্যন্ত এমনকী পবিত্র কাবার তাওয়াফ করা পর্যন্ত আপনার ইহরামকে দীর্ঘায়িত করবেন।

৯। **নবম উপদেশ ঃ** তাওয়াফের পরে ও সায়ীর পূর্বে যদি আপনার ঋতু বা মাসিক চালু হয় তবে হজ্জের বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করুন। আপনি ঋতুবতী হলেও সায়ী করে ও মাথার চুল ছোট করে (আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ) আপনার উমরাহ্ সম্পন্ন করুন। কেননা সায়ীর জন্য ত্বহারাত শর্ত নয়।

১০। **দশম উপদেশ ঃ** আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশমত পর্দাশীল হওয়ার প্রতি আগ্রহী হন। পূর্ণ শরীরকে আবৃত রাখুন। পরপুরুষের (গায়ের মাহরাম) সামনে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় বের করবেন না, এমনকী জায়েয বা বৈধ নয়। যখন আপনি মহিলাদের মাঝে অবস্থান করবেন এবং কোনো পুরুষের দেখা থেকে নিরাপদ থাকবেন, তখন আপনার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় খুলে রাখুন। পাতলা ও টাইট ফিট পোষাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন, যাতে আপনার শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে বা পর্দা বিঘ্নিত না হয়। যেমন হজ্জের সময় বাচ্চাকে দুধ পান করাতে গিয়ে বা অন্য কারণে পরপুরুষের সামনে ও কিছু মহিলা স্তন বের করে দেয়।

১১। **একাদশ উপদেশ ঃ** হজ্জে বের হওয়া, হজ্জ হতে ফিরে আসা ও আরাফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজয় ধ্বনী বা তাকবীর ধ্বনীর মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করবেন না। যেমনটি বিভিন্ন মহিলারা করে থাকেন। কেননা তা স্পষ্ট হারাম।

১২। **দ্বাদশ উপদেশ ঃ** হজ্জ ও উমরার সময়কালে আপনি নিজের জিহ্বার হিফাযত করুন। যাতে অধিকাংশ মহিলারা জড়িয়ে পরেন। যেমন অশালীন কথা, গীবত, পরনিন্দা, চুগলী যা পার্শস্থ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হারামকৃত বিষয়ের প্রতি জিহ্বা ধাবিত হয়। অথচ হজ্জের শুরুতেই এ সকল বদ অভ্যাস ও হারাম কাজ থেকে পবিত্র থাকা ও তাওবাহ্ করা জরুরী।

হজ্জের শুরুতে তালবিয়াহ পাঠকালে আপনার আওয়াজ উঁচু করবেন না বরং অতি নিম্নস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করুন যাতে কোনো পরপুরুষ শুনতে না পায়।

১৩। **ত্রয়োদশ উপদেশ ঃ** দ্বীনি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন করুন এবং যে বিষয়ে আপনার অসুবিধা হয় তা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের নিকট জেনে নিন। যেমন কিভাবে ইবাদাত করবেন, মহিলাদের হজ্জ পালনের পদ্ধতি, হায়েয ও নিফাসের সময়ে করণীয় ইত্যাদি বিষয়।

আপনার মাসিক বা ঋতু অবস্থায় তাওয়াফ করা হতে বিরত থাকুন। কেননা অনেক মহিলাই লজ্জাবশতঃ সে কথা অভিভাবকদের গোপন করে যান এবং সেই অবস্থায় তাওয়াফ পর্যন্ত করেন এমনকী বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তার স্বামী বা অভিভাবককে খবর পর্যন্ত দেয়না। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, তিনি কাবীরা গুনাহ্‌তে লিপ্ত হলেন। এমন কাজ করলে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।

১৪। **চতুর্দশ উপদেশ ঃ** গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে মিলা-মিশা করা হতে সর্বদা দূরে থাকুন। যেমন - তাঁবু, খিমা, বাসা বা হোটেল রুম, গোসল, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি এমনকী হজ্জের কোনো নিয়ম-নীতি পালনের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেখানে যেন আপনার শালীনতা নষ্ট না হয় কিংবা কোনো হারাম কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়েন। কিছু কিছু হজ্জ যাত্রির দল নারীদেরকে পুরুষদের সাথে একই তাঁবু বা রুমে রেখে থাকেন। এতে কীযে ফিতনা-ফাসাদ হয়ে থাকে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন।

১৫। **পঞ্চদশ উপদেশ ঃ** তাওয়াফকালীন ভিড় থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আল্লাহ্ তাআলার নাফারমানিতে জড়াবেন

না, কিংবা এ বিষয়ে কাউকে গালাগালি করবেন না। পুরুষদের সংস্পর্শ ও ভিড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন বিশেষ করে হাজরে আসওয়াদ চুমা খেতে যাওয়ার জন্য অযথা ভিড়ে জড়াবেন না। সুন্নত পালন করতে গিয়ে হারামে পতিত হবেন না। অনুরূপ সায়ী করার সময়েও সর্তকতার সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। বরং সফরকালীন অবস্থায় পুরুষদের সঙ্গে নির্জনতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করুন এবং মুসলিম মহিলাদের প্রতি ফরয লজ্জা-শরম রক্ষা করুন। বিশেষ করে হজ্জ ও উমরার সময়ে অত্যধিক ভিড়ে পরপুরুষের স্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও কৌশল অবলম্বন করুন। অনুরূপভাবে প্রচণ্ড ভীড়ে পাথর মারার সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করুন। কারণ ভীড়ের জন্য আপনার মানহানি হতে পারে বা পোষাক ছিঁড়ে ফেড়ে যেতে পারে বা অবাঞ্ছিত অবস্থার মুখোমুখী হতে পারেন। এমনকী প্রাণহানিরও আশংকা রয়েছে।

১৬। ষষ্ঠদশ উপদেশ ঃ আপনি ইহরাম অবস্থায় আপনার স্বামীকে যৌন মিলনের কোনো সুযোগ করে দিবেন না। তবে হ্যাঁ। ইহরাম হতে হালাল বা পবিত্র হওয়ার পর তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে হজ্জ ও উমরার নিয়ম একই অর্থাৎ কাঁকর মারা, চুল ছোট করা, হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর তা আপনার জন্য হালাল হবে। তার পূর্বে নয়।

১৭। সপ্তদশ উপদেশ ঃ রাম্‌ল করা হতে বিরত থাকুন। রামল হচ্ছে তাওয়াফ সায়ীতে দ্রুত পদে চলা। কেননা তা নারীদের জন্য বৈধ নয়। রম্‌ল কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য খাস। কারণ এতে আপনার সতর খুলে যেতে পারে ও অন্যরা ফিতনায় পতিত হবে।

১৮। অষ্টদশ উপদেশ ঃ ইহরাম হতে হালাল হওয়ার সময় পরপুরুষের সামনে চুল কাটা ও ছোট করা হতে বিরত থাকুন। যদিও চুল খোলা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কেননা কোন পরপুরুষের সামনে চুল খোলা রাখা জায়েয বা বৈধ নয়। উত্তম হল মহিলাদের বাথরুমের ভিতর চুল কাটা বা এমন ঘরে যেখানে কোনো পরপুরুষ সহজে প্রবেশ করতে না পারে।

১৯। উনবিংশ উপদেশ ঃ প্রাণের ভয়ে হজ্জ বা উমরাহ্ কার্যাদী পালনের জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। তবে কেবলমাত্র কাঁকর মারতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়।

২০। বিংশ উপদেশ ঃ আরাফার দিন বা তার একদিন আগে কিংবা পরের দিন যদি আপনি ঋতুবতী হয়ে যান তবে আপনি হজ্জ পূর্ণ করতঃ অন্যান্য হাজীসাহেবদের মত সকল কাজ করে যাবেন। তবে পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাওয়াফ করবেন না। আপনি হায়েয বা নিফাস অবস্থায় যদি সফর করতে বাধ্য হন ও হজ্জের সময় শেষ হয়ে যায় তবে আপনি হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকুন ও পরে এসে তাওয়াফ করুন যাতে আপনার হজ্জ পূর্ণ হয়। আর যদি আপনার দেশে ফিরে আসার জন্য পুনরায় আদায় করতে কষ্ট হয়, তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তাগিদে উলামারা তাওয়াফ করা বৈধ বলেছেন। যাতে ভালোভাবে হিফাযত করতে পারে। হজ্জের তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর মক্কা হতে প্রস্থান করবেন।

২১। একবিংশ উপদেশ ঃ আপনি রাস্তায় বিছানা পাতা ও যত্রতত্র ঘুমানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। যেমন কিছু মহিলারা করে থাকেন। কেননা এমন কাজ মুসলিম মহিলাদের জন্য শোভনীয় নয়। কারণ বিশেষভাবে ঘুমের অবস্থায় সতর প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। যেমন আমরা রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা মানুষের শরীর প্রকাশ হওয়া দেখতে পাই। উঁচু সেতুর তলে বা মাসজিদে দেখা যায়। এমনকী কিছু মহিলা পরপুরুষ দলের মধ্যে শুয়ে থাকেন। এমন দৃশ্য বেশিরভাগ মাসজিদে খাইফ, মাসজিদে নামেরাহ্ ও উঁচু সেতুর তলে পরিলক্ষিত হয় এবং নারী-পুরুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফলস্বরূপ এমন ফিতনায় পতিত হয় যা আল্লাহ্ তাআলা ভালো জানেন। এটা হজ্জের এক নিকৃষ্টতম জঘন্যতম বিরোধিতা করা ও হজ্জের সুফল পরিপন্থী কাজ। নফল ইবাদাত করতে গিয়ে হারাম কাজে জড়িয়ে যাওয়া।

২২। দ্বাবিংশ উপদেশ ঃ আপনার কণ্ঠস্বর বা আওয়ায উঁচু করা হতে বিরত থাকুন। মহিলাদের সাথে কথা বলার সময়ে সদা-সর্বদা নিচু স্বরে কথা বলবেন। মাসজিদে হোক বা রাস্তা-ঘাটে কিংবা আপনার অবস্থান কক্ষে, তাঁবু বা রুমে সর্বাবস্থায় এই নির্দেশ। এ সকল বিষয় মুসলিম মহিলাদের জন্য অশোভনীয় ও বড় ফিতনায় পতিত হওয়ার কারণ। যা হজ্জ বা কোনো পবিত্র ইবাদাতের নিদর্শনের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক নাই।

২৩। ত্রয়োবিংশ উপদেশ ঃ আপনি কোনো পরপুরুষের সাথে মিষ্টি সুরে ও কোমল কণ্ঠে কথা বলার মাধ্যমে ফিতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবেন না এবং আপনার চেহারা প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো পরপুরুষকে আকৃষ্ট বা আপনার প্রতি ঝুঁকতে বাধ্য করবেন না। কেননা এটা পরিস্কার হারাম। এটা হজ্জ ও উমরাহ্

চলাকালীন কোনো বৈশিষ্ট্য নয় আর না কোনো মহা ইবাদাতের লক্ষণ।

২৪। চতুর্বিংশ উপদেশ ঃ আপনি আপনার মূল্যবান সময়কে ব্যবসায়ীদের কাছে ঘুরাঘুরি করে, হাদীয়ার দর-দাম করতে ও অলংকারাদী খরিদ করতে নষ্ট করবেন না। যেভাবে এই দীর্ঘ সময়কে আপনারা অতিবাহিত করে থাকেন। বরং এই সময়টিকে হুদুদে হারামের মধ্যে অতিবাহিত করুন। কারণ এই সময়টি অযথা নষ্ট করার চাইতে ইবাদাতে কাটানোই অধিক মূল্যবান।

২৫। পঞ্চবিংশ উপদেশ ঃ আপনি যদি ইতিপূর্বে আপনার ফরয হজ্জ আদায় করে থাকেন এবং উমরাহ্ করার নিয়ত করেন তবে বারংবার হজ্জ করা ও ভীড়ের সময়ে উমরাহ্ করার চাইতে বাড়িতে অবস্থান করে আপনার মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করা আপনার জন্য অধিক উত্তম। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যখন আপনি বারবার হজ্জ বা উমরাহ্ করবেন তখন মানুষ আপনার ব্যাপারে অবগত হবে আপনার জন্য মানুষ প্রচণ্ড বিরক্ত হবে।

মহিলাদের অধিক ভীড়ের কারণে হজ্জ ও উমরায় ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুই হবে না, এটা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেনা। যা কোনো ন্যায়পরায়ণকারী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেনা। প্রচণ্ড ভীড়ে কত হারাম কাজ পরিলক্ষিত হয়। নারীদের ভীড়ে অনেক পুরুষের ইবাদাত নষ্ট যায় এবং মহিলারা বিশাল কষ্টে পতিত হন। ভীড়ের কারণে তাদের সহায়তা করা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হার্ট দুর্বল ব্যক্তিদের সাথে মিলামেশা করা ও অত্যধিক গরমে বা ভীড়ে সাহায্য করা বড় সমস্যা দেখা দেয়। পুরুষদের সঙ্গে নারীদের মেলামেশা সম্পর্কে পড়াশোনা করলে জানতে পারবেন যে, তাওয়াফ, সায়ী, রামিয়ে জিমার এবং মাসজিদে প্রবেশ করা বা বের হওয়ার সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা বা ছোঁয়াছুঁয়ির বিধান এক ও অভিন্ন। হ্যাঁ নারীদের জীবনের প্রথম ফরয হজ্জ বা প্রথম উমরাই যাওয়া জরুরী বা অজিব এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই বা কোনো দ্বিমত নাই। কিন্তু নফল হজ্জ বা বার বার উমরাহ্ করার বিষয়, যখন তা হারাম কাজে জড়ানো ব্যতীত সম্পন্ন হয় না ও এসকল ফিতনায় পড়তে হয় তখন তা প্রতিহত করাই উত্তম। নফল ইবাদাত বা নেকী করার চাইতে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা অধিক উত্তম। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৬। ষষ্ঠ বিংশ উপদেশ ঃ ইহরাম অবস্থায় আপনি নিকাব (মুখাবরণ) ও দস্তানা পরিধান করা হতে বিরত থাকুন। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''মুহরিম মহিলাগণ মুখে নিকাব ও হাতে হাত মোজা পরবেনা'' (সহীহুল বুখারী ১৮৩৮, ১৮৪০, সহীহুল জামে ৭৪৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৮/১৯৫)।

কিন্তু আপনি যখন কোনো গায়ের মাহরাম পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন বা তাদের সামনে আপনার মুখমণ্ডল ঢাকা আপনার জন্য অজিব, আপনি চেহারা প্রকাশ করবেন না।

যে মহিলারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে বা মুখাবরণ দিয়ে পূর্বে হজ্জ বা উমরাহ্ করেছেন তাদের হজ্জ বা উমরাহ্ শুদ্ধ হবে কোনো অসুবিধা নেই।

২৭। সপ্তবিংশ উপদেশ ঃ আপনি আপনার কোনো পরিচারিকা বা কাজের মেয়েকে তার মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত হজ্জ বা উমরার সফরে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। কেননা নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''মহিলারা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবেনা'' (সহীহুল বুখারী ১৮৬২, মুসলিম ১৩৪১, মাজমাউয্ যাওয়াদি ৬/২৯৫)।

আর আপনি তাকে (সেবিকা, পরিচারিকা) আপনার সফর সঙ্গী করে নিচ্ছেন, পাপের কাজে তাকে সহযোগিতা করছেন এবং হারাম কাজে তার অংশীদার হচ্ছেন।

২৮। অষ্টবিংশ উপদেশ ঃ আপনার স্বামীর মৃত্যুজনিত আপনার ইদ্দতকালীন সময়ে হজ্জ বা উমরার জন্য বাড়ি হতে বের হবেন না এমনকী আপনার মাহরাম ব্যক্তি পাওয়া গেলেও আপনার জন্য ইদ্দতের মধ্যে হজ্জ বা উমরাহ্ করতে যাওয়া বৈধ নয়।

২৯। উনবিংশ উপদেশ ঃ কোনো বিষয়ে না জেনে বিনা ইল্মে ফাতাওয়া দেওয়া হতে বিরত থাকুন। কেননা হজ্জের সময় অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যদি আপনার নাগালের মধ্যে বিজ্ঞ আলেমদের পান তবে তাঁদের নিকট দলীল সহকারে জেনে নিন বা উলামায়ে কিরামদের হজ্জ-উমরাহ্ সংক্রান্ত লিখিত পুস্তিকাদি তুলে দিন অন্যথায় ব্লক উত্তর বা ভুল উত্তর দেওয়া হতে এড়িয়ে যান। আর বিনা ইল্মে ফাতাওয়া দিলেন অথচ আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিত নন এমতাবসথায় আপনার জন্য জরুরী হল অন্য মহিলাদের শরীয়তের সঠিক মসলা বা বিধান শেখানো।

৩০। ত্রিংশ উপদেশ ঃ হজ্জের সময় বা হজ্জের আগে ও পরে গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র শোনা হতে বিরত থাকুন। কারণ কিছু মহিলা হজ্জের সময় তাদের সাথে টেপ-টিভি ইত্যাদি রেখে সময়

পরবর্তী অংশ ২৬ পাতায়

ঈদের স্বলাতে মহিলারা ব্রাত্য কেন?

মুহাম্মাদ ইসমাঈল

মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সাথে প্রদান করেছেন ইসলাম নামক সুউচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, সুমহান জীবন বিধান। যা প্রতিপালনে রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। তিনি মানুষকে যে বিধান দিয়েছেন, তা সার্বিক বিবেচনায় চূড়ান্ত যৌক্তিক ও অতি ফলপ্রসূ। এর বাইরে যারা মানব রচিত বিধান মেনে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জনের দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ-শান্তির ধারে কাছেও নেই।

আর যারা আল্লাহ্র বিধানকে অমান্য করে মানব রচিত বিধানকে মান্যতা দেয়, তারা কি প্রকৃতই মুসলিম? না কি আল্লাহ্ দ্রোহী? আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সঠিক বুঝার তাওফীক দান করুন।

শারয়ী বিধান নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন, নাকি অভিন্ন? এ প্রসঙ্গে ড. ইসারা ইয়াসীন তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ 'ইসলামের মানদণ্ডে নারী স্বাধীনতা' এ আলোকপাত করেছেন এই বলে, ''ইসলামে পুরুষের জন্য যেমন শারয়ী বিধান দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ নারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে। ইসলামের পাঁচ রুকন — তাওহীদ, স্বলাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ যেমন পুরুষের জন্য ফরয, তেমনি নারীর জন্যও ফরয। মানুষের মাঝে তাকওয়াবানগণই আল্লাহ্র কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো তারতম্য রাখেননি। সে কারণে একজন আল্লাহ্ভীরু নারী আল্লাহ্ ভীরু নয়, এমন হাজারো পুরুষের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন —

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ ঃ পুরুষ কিংবা নারী যে কেউই মুমিনরূপে সৎকার্য সম্পাদন করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবনে সমৃদ্ধ করে রাখবো এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা অতি উত্তম পুরস্কার প্রদান করবো (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬/৯৭)।

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নারীর মর্যাদার বিষয় ফুটে ওঠেছে। আল্লাহ্ তাআলা নেক আমলের বদৌলতে নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন মর্মে আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এভাবে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নারী ও পুরুষকে সমান রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ.

অর্থ ঃ ''তাদের রব তাদের কথায় সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কোনো নারী-পুরুষের আমল বিনষ্ট করবো না, তোমরা পরস্পরের অংশ (সূরাহ্ আলে ইমরাণ ৩/১৯৫)।'' (দেখুন - ড. ইসারা ইয়াসীন, প্রফেসর আল্ আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়, মিশর ও প্রফেসর কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি - রিয়াদ, সৌদী আরব, রচিত গ্রন্থ 'ইসলামের মানদণ্ডে নারী স্বাধীনতা' এর বাংলা অনুবাদ ১১৭-১১৮ পৃঃ)।

ড. ইসারা আরো উল্লেখ করেছেন এই বলে, ''দ্বীনদারী ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন —

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মু'মিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী এদের জন্য আল্লাহ্

ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন (সূরাহ্ আল্ আহযাব, ৩৩/৩৫)।

সাইয়েদ কুতুব শাহিদ (রহঃ) বলেন, নাবী পত্নীদের পরে অন্যান্য নারীরা ইবাদাত বন্দেগীতে পুরুষের সমান হওয়ার বিষয় এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। নারীকে পুরুষের পাশাপাশি উল্লেখ করে নারীর মূল্য বাড়ানো হয়েছে এবং তার সামাজিক অবস্থান উন্নত করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে উভয়কে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। চাই তা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত বিষয় হোক বা ইবাদাত ও জীবন পদ্ধতির বিষয় হোক (প্রাগুক্ত ১১১৮-১১৯ পৃঃ)।

সম্মানিত সুধী পাঠক! ড. ইসারা ইয়াসীন দ্বারা উদ্ধৃত কুরআনুল কারীমের আয়াত দৃষ্টে এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে — ইবাদাতের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। তেমনি নেই কোনো ব্যবধান সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে। নেই কোনো ভিন্নতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পুরস্কারের বা তিরস্কারের। বিষয়টিকে খুব যত্নে মাথায় রাখুন।

এবার আসুন মূল বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক —

মহিলাদের ঈদের স্বলাতে সহী সুন্নাহ্র নির্দেশ ঃ যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার ফরযকৃত ইবাদাত - স্বলাত, তাই বিনা পার্থক্যে নারী-পুরুষ সবার উপরেই তা অপরিহার্য ফরয। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাত যেরূপ পুরুষের জন্য অপরিহার্য, তেমনি নারীর জন্যও অপরিহার্য। যেহেতু ঈদের স্বলাতও স্বলাতই। তাই এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্যেরও কোনো প্রশ্নই আসেনা। তাছাড়া বিষয়টা কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত নয় যে, ইচ্ছে হলে আদায় করবো, না হলে আদায় করবো না। এর নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্র রসূলের। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ بِاَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ حَفْصَةَ قَالَ اَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَ يَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের স্বলাতের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাবার জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দেন। আইয়ূব (রহঃ) হতে হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে, ঈদগাহে ঋতুবতী নারীরা আলাদা থাকতেন (বুখারী ঃ পর্ব - ঈদ, অধ্যায় নারীদের ও ঋতুবতীদের ঈদগাহে যাওয়া, হাদীস নং ৯৭৪)।

বুখারীতে বর্ণিত উম্মু আতিয়্যাহ্ থেকে অপর একটি হাদীস দেখুন —

عَـنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّ نُومَرُ اَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُـخْـرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَـلْفَ الـنَّـاسِ فَيُـكَبِّرْنَ بِتَكْبِـيْرِهِمْ وَ يَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ طُهْرَتَهُ.

উম্মু আতিয়্যাহ হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেওয়া হত, এমনকী আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দরমহল হতে বের করতাম এবং ঋতুবতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দুআর সাথে দুআ করতো - সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করতো (বুখারী হাঃ ৯৭১)।

আলোচ্য হাদীস দুটি নির্দেশার্থক। যা পালন করা ওয়াজিব। কোনোক্রমেই কোনো মুসলিমের এর অন্যথার অধিকার নেই। যদি তা কেউ করে, তবে সে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ অমান্যকারী বলে সাব্যস্ত হবে এবং প্রমাণিত হবে যে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মানে না। আর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে না মানা, তাঁকে অগ্রাহ্য করা নয় কি? তাঁকে অগ্রাহ্য করার অর্থ, তাঁকে অপমান করা নয় কি?

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা এও প্রমাণিত হল যে, মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদগাহে (ঈদের মাঠে) গিয়েই পড়া ওয়াজিব। আর এটা তাদের হক্ব। যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। আর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ মানে তা আল্লাহ্রই নির্দেশ। কেননা তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো কথাই বলতেন না। মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন এই বলে —

وَ مَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰى. اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡىٌ يُّوۡحٰى.

অর্থ ঃ তিনি (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মনগড়া কথা বলেন না। (যা বলেন) তাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (সূরাহ্ আন্ নাজম ৩-৪)।

এর অর্থ এই যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ ছাড়া মুখই খুলেন না। অতএব নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ প্রকারন্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যা বাস্তবায়ন করা প্রতিটি উম্মাতে মুসলিমার অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য মহিলাদের। অর্থাৎ ঈদের স্বলাতের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়া। না গেলে তারা বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের আদেশ অমান্যকারিনী হবে। ফলে তারা সাব্যস্ত হবে পাপাচারিনী বলে। আর এর জন্য দায়ী হবে পুরুষরা? কেননা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষদেরকে। আল্লাহ্ বলেন — اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ. পুরুষরা নারীর কর্তা (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪/৩৪)।

অতএব পুরুষের প্রতি মহিলাদের জন্য যেরূপ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রদান জরুরী, তেমনি স্বলাত-সওম-হাজ্জ ইত্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া আরো অধিক জরুরী। সুতরাং মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদের মাঠে পড়ার ব্যবস্থা করা কি পুরুষের দায়িত্ব নয়?

মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদের মাঠে গিয়েই পড়তে হবে তার প্রমাণ শুধু উপরোল্লিখিত হাদীস দুটিই নয়, বরং আরো অনেক হাদীস আছে। নিম্নে কিছু হাদীস পেশ করা হল —

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এও বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দাঁড়িয়ে প্রথমে স্বলাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। যখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খুতবা শেষ করলেন, তিনি (তখন) মহিলাদের (কাতারের) নিকট আসলেন এবং তাদের নসীহাত করলেন (বুখারী হাঃ ৯৬১, ৯৭৮)।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোনো স্বলাত আদায় করেন নি। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সঙ্গে নিয়ে নারীদের নিকট এলেন এবং সাদকা প্রদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন (বুখারী হাঃ ৯৬৪, ৯৭৫, ৯৭৭, ৯৭৯, আরো দেখুন - বুখারী হাঃ ৩২৪, ৯৮০, ৯৮১)।

এবার আসুন, ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ মুসলিমে যা বর্ণনা করেছেন, তা অবলোকন করি —

عَنۡ اُمِّ عَطِيَّةَ اَمَرَنَا رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ اَنۡ نُخۡرِجَهُنَّ فِىۡ الۡفِطۡرِ وَ الۡاَضۡحٰى الۡعَوَاتِقَ وَ الۡحُيَّضَ وَ ذَوَاتَ الۡخُدُوۡرِ فَأَمَّا الۡحُيَّضُ فَيَعۡتَزِلۡنَ الصَّلَاةَ وَ يَشۡهَدۡنَ الۡخَيۡرَ وَ دَعۡوَةَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ قُلۡتُ يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ 'اِحۡدَانَا لَا يَكُوۡنُ لَهَا جِلۡبَابٌ ' قَالَ 'لِتُلۡبِسۡهَا اُخۡتُهَا مِنۡ جِلۡبَابِهَا '.

উম্মু আতিয়্যাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে তোমরা নাবালেগা, ঋতুবতী ও বালেগা মহিলারা ঈদগাহে বের হবে। আর ঋতুবতীরা স্বলাত হতে দূরে থাকবে। অন্য শব্দে এসেছে - ঋতুবতীরা মুসল্লাহ্ হতে দূরে থাকবে এবং তারা কল্যাণ কামনায় ও মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে কারো কারো চাদর নেই।'' তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উত্তর দিলেন, ''তার বোন নিজের কোনো চাদর তাকে পরিয়ে দেবে'' (মুসলিম ৩/২০২১ পৃঃ)।

অত্র হাদীস দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল যে, মহিলা সে যে বয়সেরই হোক না কেন, তাকে ঈদের স্বলাতের জন্য ঈদগাহে যেতেই হবে। নিজ গৃহে তার ঈদের স্বলাত পড়া কোনো মতেই জায়েয নয়। আর এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কথা নয়, বরং এটা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত থাকার কারণে।

ইমাম তিরমিযী তাঁর আস্ সুনানুত্ তিরমিযীতে পূর্বোল্লেখিত উম্মু আতিয়্যার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদীস বর্ণনায় শেষাংশে এ কথাও উল্লেখ করেছেন—

قُلۡتُ اِحۡدَاهُنَّ يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ اِنۡ لَمۡ يَكُنۡ جِلۡبَابٌ ؟ قَالَ فَلۡتُعِرۡهَا اُخۡتُهَا مِنۡ جَلَابِيۡبِهَا.

এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! যদি কোনো নারীর নিকট (শরীর আচ্ছাদিত করার মত) চাদর না থাকে? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তার কোনো (মুসলিম) বোন তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দেবে (হাদীস সহীহ্, সুনানুত্ তিরমিযী, অনুচ্ছেদ ৩৬, মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া হাঃ ৫৩৯-৫৪০)।

অনুরূপ হাদীস ইবনু মাজাহ্তে হাঃ ১৩০৭-১৩০৮ এবং নাসাঈতে বর্ণিত আছে।

আলোচ্য হাদীসটিতে মহিলাদের ঈদের স্বলাতের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়া কতখানি আবশ্যিক, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে ওই কথায় যে, যখন কোনো এক মহিলা সাহাবী প্রশ্ন তুললেন, যদি কোনো মহিলার বাইরে বের হবার মত উপযুক্ত চাদর না থাকে? তার উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জানালেন, সে তার অন্য কোনো ভগ্নির নিকট ধার স্বরূপ চাদর চেয়ে নেবে, তবুও সে যেন ঈদের স্বলাত আদায় করার জন্য ঈদের মাঠে যায়। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এই নির্দেশ দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদগাহে আদায় করা ওয়াজিব? সুধী পাঠক! বিষয়টি নিয়ে একটু গভীর মনোনিবেশ সহ চিন্তা করুন! আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক বোঝার তাওফীক দিন।

এই মর্মে আরো বহু হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে, যথা মিরকাতুল মাসাবীহ্, বুলুগুল মারাম, সবুলুস সালাম ইত্যাদি। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

সম্মানিত পাঠক, এতক্ষণ আমরা হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পেশ করছিলাম। আসুন, এবার অন্যান্য মুহাক্কিক ওলামাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ হতে কিয়ৎ প্রমাণ গ্রহণ করি। প্রথমেই আমি শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী রচিত 'হুজ্জাতিলা হিল বালিগাহ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে ''এর সাথে শরীয়তের উদ্দেশ্য সমূহের আরো একটি উদ্দেশ্য একত্রিত করা হয়েছে, আর তা এই যে, প্রত্যেক জাতির একটি দিন অবশ্যই থাকে, যেদিন জাতির সমস্ত লোক সম্মিলিত হয়। যাতে করে তাদের শান-শৌকত-শৌর্য-বীর্য সকলরে সামনে প্রতিভাত হয় এবং তাদের সংখ্যাধিক্য জ্ঞাত হওয়া যায়। এটিই মুখ্য উদ্দেশ্য যে, ঈদের অনুষ্ঠানে সমস্ত লোক, এমনকী শিশু মহিলা, পর্দানশীন এবং ঋতুবতীদেরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক। অবশ্য ঋতুবতী নারীদের প্রতি স্বলাত থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (ঈদের মাঠে) যাওয়া আসার সময় এই কারণে পথ পরিবর্তন করতেন যে, যাতে করে রাস্তার (উভয় পাশে) লোকেরা মুসলিমদের শৌর্য-বীর্য জ্ঞাত হতে পারে (হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা উর্দু তরজমা ২য় খণ্ড, অধ্যায় আল্ ঈদায়েন ৭২ পৃঃ)।

আল্লামা নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান দেহলবী তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মজাহেরে হাক্ব-এ বর্ণনা করেছেন এভাবে — ''আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এক বার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরে ঈদের মাঠে স্বলাতে যাওয়ার জন্য বের হলেন। পথে একদল মহিলারা পাশ দিয়ে (যারা ঈদের স্বলাত আদায়ের জন্য একপ্রান্তে অবস্থান করছিল) অতিক্রম করার সময় তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে মহিলার দল, তোমরা সাদ্কা খয়রাত কর'' (মুত্তাফাকুন আলাইহে, মজাহেরে হাক্ব, উর্দু তরজমা হাঃ ১৭)।

'ফাজিলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাঈনু' হাফিজাহুল্লাহ্ মুদার্রিস (শিক্ষক), দারুল হাদীসুল খাইরিয়া, মক্কা মুকার্রামাহ্ তাঁর অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ কিতাব 'আরকানুল ইসলাম ওয়া ঈমান'-এ উম্মু আতিয়্যাহ বর্ণিত বুখারী-মুসলিমে সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যেখানে সবধরণের মহিলাদের ঈদের স্বলাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে এই বলে যে, কোনো নারীর চাদর না থাকলে সে অন্য কোনো বোনের কাছে চাদর ধার করে নিয়েও সে অবশ্যই ঈদগাহে যাবে। (আর্কানুল ইসলাম অ ঈমান উর্দূ বেহাওয়ালা, বুখারী হাঃ ৯৮০, মুসলিম হাঃ ৮৯০, উক্ত কিতাবের ১৬৮ পৃঃ)।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সলিহ আল উসাইমীন - সউদী সরকারের উলামা পরিষদের সদস্য ও জগৎখ্যাত মুহাদ্দীস-ফকীহ, তার বিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব 'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম'-এ এইভাবে বর্ণনা করেছেন —

প্রশ্ন (৩৩০) ঈদের স্বলাতের বিধান কী?

উত্তর ঃ আমি মনে করি ঈদের স্বলাত ফরযে আইন তথা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। কোনো পুরুষের জন্য এ স্বলাত পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ প্রদান করেছেন। বরং কুমারী পর্দানশীন নারীদেরকেও এ স্বলাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; এমনকী ঋতুবতী নারীদেরকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। তবে

ঋতুবতীরা স্বলাত আদায় করবেনা। এ দ্বারা এই স্বলাতের অতিরিক্ত গুরুত্ব বোঝা যায়। এটাই প্রাধান্য যোগ্য মত এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহেমাহুল্লাহ)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন (বিশদ জানতে উক্ত কিতাব দেখে নিন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, বাংলা অনুবাদ ৪২৫ পৃঃ)।

অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন 'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী'। দেওবন্দী হানাফীগণ যাঁকে ভারতের ইমাম বুখারী বলে অভিহিত করেন। সেই আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন, আমাদের আসল মাযহাব হল নারীদের ঈদগাহে যাওয়া। কারণ প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, এ মাসআলাটি হেদায়ার ১০৫ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, মেয়েরা সব স্বলাতেরই জন্য ঘর থেকে নিশ্চয় বের হবে। কারণ আকর্ষণ (পর্দার কারণে) কম থাকার কারণে কোনো ফিতনাই হতে পারে না। অতএব তাদের (মহিলাদের) ঈদগাহে স্বলাত পড়তে যাওয়াটা আপত্তিকর ও মকরূহ নয় (আল্ আরফুশ শাযী ২৩২ পৃঃ, বেহাওয়ালা সিয়াম ও রমাযান ১১৩ পৃঃ)।

এবার এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যাতে ইমাম আবু হানিফা (রাহেমাহুল্লাহ্)ও মহিলাদের ঈদের স্বলাতে যোগদান করার সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মহিলাদের ঈদের স্বলাতে (ঈদের মাঠে) যোগদান করা দোষণীয় নয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ —

عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ يُرَخَّصُ اَلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ فِى الْعِيْدَيْنِ الْاَضْحٰى وَ الْفِطْرِ.

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ্) হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল কারীম বিন আবু মাখারিক হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন, তিনি উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন। উম্মু আতিয়্যাহ্ বলেন, মহিলাদেরকে দু ঈদে তথা ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের স্বলাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো (মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, ১৬৯ পৃঃয জামিউল মুসনাদে ইমাম আযম ১ম খণ্ড ৩৭১, ৩৮১, ৩৮২, বেহাওয়ালা নাসীরুদ্দীন আলাবনী রহঃ কৃত পুস্তক - 'ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?' এর বাংলা অনুবাদ ১৫ পৃঃ)।

বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত ঃ আমাদের সমাজের একাংশের বরং বলা যায় বৃহদাংশের লোকেদের বক্তব্য হল মহিলারা জুমুআর স্বলাতে ও ঈদের স্বলাতে যোগদান করতে পারবে না। তাঁদের দলীল মা আয়েশার বর্ণিত এই হাদীস —

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْاَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ تُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوَ مُنْعَنَ قَالَتْ فَعَمْ.

অর্থ ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত — তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জানতেন যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বানী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মাসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) বলেন, আমি আমরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ (বুখারী হাঃ ৮৬৯, মুসলিম হাঃ ৪৪৫)।

হাদীসটির পর্যালোচনা ঃ প্রথমতঃ হাদীসটি মাওকুফ হাদীস। যার মান সহীহ্ হাদীসের তুলনায় অনেক কম।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি জন্নী (সংশয়মূলক) হাদীস। হাদীস দ্বারা কোনো মাসায়ালা সাব্যস্ত করা যায় না।

তৃতীয়তঃ হাদীসটি সহীহ্ মারফু, মুত্তাসিল হাদীস বিরোধী। তাই আমলযোগ্য নয়।

চতুর্থতঃ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর এই উক্তি তাঁর ব্যক্তিগত মত। কারণ তিনি নিজেও মহিলাদের মাসজিদে বা ঈদগাহে না যাওয়ার ফাতাওয়া জারী করেননি এবং কাউকে নিষেধও করেননি; কিংবা নিষেধ করার সাহস পাননি। তিনি শুধু মন্তব্য করেছিলেন মাত্র।

পঞ্চমতঃ মহিলাদের ঈদের মাঠে না যাবার কারণ যা বর্ণনা করেছেন তা হল মহিলাদের অতিমাত্রার সাজগোজ, বেহায়াপনা। অপরদিকে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহিলারা সাধারণ আটপৌরে পোষাকে, বানাও সিঙ্গার না করে অতি পর্দার সাথে ঈদগাহে যাবে এবং কোনো

ক্রমেই বেহায়াপণা প্রদর্শন করবেনা। তাদের নির্ধারিত স্থানেই অবস্থান করবে, এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করবেনা।

এই হাদীস ব্যতীত অপর কোনো উল্লেখযোগ্য হাদীস নেই, যার দ্বারা তাঁরা দলীল সাব্যস্ত করতে পারেন।

কিছু খোঁড়া যুক্তি ঃ প্রথমতঃ বিরুদ্ধবাদীরা মা আয়েশার উক্ত হাদীসকে সম্বল করে যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাহল — বেপর্দা, দ্বিতীয়তঃ যুগের ফেতনা-ফাসাদ, তৃতীয়তঃ নিরাপত্তাহীনতা।

যুক্তি খণ্ডন ঃ প্রথমতঃ আসি বেপর্দার যুক্তিতে। আপনি খুব ভালভাবে অবগত আছেন যে, প্রকৃত কোনো মুসলিম পরিবারের কোনো মহিলা বাড়ির বাইরে (অতি প্রয়োজনে) বের হলে যথেষ্ট পর্দার সাথেই বের হন। যেখানে উলঙ্গপণার কোনো লেশ মাত্র থাকেনা। আর এতো সাধারণ বাইরে বের হওয়া। তা হলে স্বলাতের জন্য বের হলে কি তারা বানী ইসরাঈলের তথা ইহুদী-খৃষ্টান মহিলাদের বেশ ধারণ করে বের হবে?

দ্বিতীয় যুক্তি যুগের ফেতনা-ফাসাদ ঃ ফেতনা ফাসাদ আগেও ছিল বর্তমানেও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। এর মধ্যেই মানুষ জীবন-যাপন করে আসছে, আগামীতেও করবে। তাই বলে কেউ ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকেনা, থাকবেনা। যদি দুনিয়ার সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে দ্বীনী কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবেনা কেন?

তৃতীয় যুক্তি - নিরাপত্তাহীনতা ঃ এই বিষয়টি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমভাবে দেখা দিয়েছে। বিপদের আশঙ্কা পদে পদে। তবে এমনটি নয় যে, গৃহে অবস্থান করলেই নিরাপদ? আর এক্ষেত্রে শুধু নারীরা কেন?

যুক্তিগুলির পর্যালোচনা ঃ বেপর্দা, ফেতনা-ফাসাদ, নিরাপত্তাহীনতা যে বিষয়ই বলিনা কেন, আমাদের কাছে এগুলির গুরুত্ব তখনই, যখন শুধু স্বলাতের কথা আসে। দুনিয়াবী সমস্ত কাজে যখন মহিলারা অংশ গ্রহণ করছে তখন কোনো আপত্তি নেই। যত সব বাধা-নিষেধ দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে। আমাদের কন্যা-ভগ্নীরা যখন ওয়েস্টার্ন কালচারের বেশভূষা ধারণ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করছে, তখন আমরা কেউ কোনো প্রতিবাদ করিনা। ক্রীড়াঙ্গণে, স্কুল-কলেজে, হাটে-বাজারে, সমাজনীতি, রাজনীতিতে কোথায় নেই মহিলারা? দু-একটি উদাহরণ দিলে আরো পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমি যে পাড়ায় বাস করি, সেখানে জনৈক পীর সাহেবের মাযার আছে। প্রতি বৎসর ২৫শে মাঘ তার ওরশ হয়। উক্ত ওরশের দিন এত লোক সমাগম হয় যে, তা এক বিশাল মেলার আকৃতি ধারণ করে। আর এই মেলায় পুরুষ অপেক্ষা নারীদের ভিড় হয় চোখে পড়ার মত। বিশেষতঃ যুবতী-তরুণীদের উপস্থিতি অকল্পনীয়। তাদের বেশ-লেবাস অতি আধুনিকাদের। যেখানে পর্দার কেনো লেশমাত্র থাকেনা। এ যেন এক রূপ-লাবণ্যের প্রদর্শনী।

অনুরূপ দৃশ্য আপনি যে কোনো ওরশের মেলায় দেখতে পাবেন। তেমনি দেখতে পাবেন যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে। যেখানে তরুণী-যুবতীরা বেপরওয়া। এসব ক্ষেত্রে তথাকথিত মাওলানা-মৌলবীদের রক্ত চক্ষু আপনা থেকে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। উল্লঙ্ঘন করে অবলোকন করার বাসনাটুকু পর্যন্ত থাকেনা। এতটুকু উচ্চবাচ্য করার সাহসও যায় হারিয়ে। যত সব গেল - গেল রব মাহিলাদের মাসজিদে স্বলাতের ব্যাপারে, ঈদের স্বলাতের ব্যাপারে। এটা তাদের জেদ ও হঠকারিতা বৈ আর কিছুই নয়। এভাবেই তারা মহিলাদেরকে ঈদের স্বলাতে ব্রাত্য করে রেখেছে। আর এটা তাদের সোজাসুজি কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুধী পাঠক, ইতিপূর্বে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানতে পেরেছি— দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে নারীপুরুষ সমান। আর এ দ্বীন তো তাই, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বিশেষের হস্তক্ষেপের কোনোই অধিকার নেই। যারা তা করে, তারা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অমান্য করে। আর এমন সব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ বলেন —

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন (সূরাহ্ আল্ আহযাব ৩৩/৫৭)।

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কষ্ট দেয় (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ না মানাই তাঁদের কষ্ট দেওয়া) তাদের প্রতি অনুরোধ বিষয়টা একটু গভীরভাবে চিন্তা করার। আল্লাহ্ আমাদের হক্ বোঝার তাওফীক দান করুন।

প্রতিবাদ ও প্রতিকার ঃ সম্মানিত পাঠক এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল, তাতে এটা পরিষ্কার যে, মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদের মাঠে গিয়েই আদায় করতে হবে। যারা তা মানেন না তাদের মানানোর দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের দায়িত্ব শুধু জানিয়ে দেওয়া। যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদেশ বর্তমান। যা শতসিদ্ধ সত্য, তা যদি কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে কে তাদের হক বুঝাবে? অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর নাবীর (সাঃ) নির্দেশের মান্যতা দিয়েছেন মুহাদ্দেসীনে কেরাম, যার সমর্থন করেছেন আয়েম্মায়ে মুজতাহিদগণ- যথা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), সহ চার ইমাম, হানাফী মাযহাবের পীর সিলসীলার অন্যতম ব্যক্তিত্ব শাহ্ ওলিউল্যাহ্ মুহাদ্দেশ দেহলবী, দেওবন্দী হানাফীগণ যাঁকে ভারতে ইমাম বুখারী বলে মানেন, সেই আল্লামা আনঅর শাহ্ কাশ্মীরী, মাজাহেরে হাক নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা আব্বাস নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান হানাফী দেহলবী রাহেমাহুল্লাহ্গণ সুনির্দিষ্ট মত পক্ষে ব্যক্ত করেছেন। তার পরেও যদি তাঁরা মান্যতা না দিয়ে অস্বীকার করেন; তবে তাঁদের কে মানাবে? আমরা তাঁদের এই অপকর্মের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে অনুরোধ রাখছি - আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসার।

এত গেল প্রকাশ্যে অস্বীকারকারীদের কথা। সমাজে আর একশ্রেণির লোক আছেন, যারা মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদের মাঠে পড়া সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ অমান্য তো করেন না, কিন্তু মাঠ ছোট, ভালো ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে মহিলাদের ঈদের স্বলাত ঈদের মাঠে পড়ার ব্যবস্থা করেন না। এসব তাঁদের মহিলাদের প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচয়। আর যেহেতু বিষয়টা দ্বীনের, তাই তেমন গুরুত্ব নেই। যদি তা পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হত, তবে জীবন-পণ করে হলেও তার ব্যবস্থা করা হত। আসলে এটা তাদের সদিচ্ছার অভাব বৈ কিছু নয়। আল্লাহ্ বলেন —

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

যারা আমার পথে প্রচেষ্টা-সংগ্রাম করে, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালনা করব (সূরাহ্ আনকাবুত ৬৯)।

এবার আসুন কিভাবে এই বাধার বিন্ধাচলকে অপসারণ করা যায় তার আলোচনায় আসি। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)এর নির্দেশ —

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

তোমরা সাবধান হাও। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (বুখারী ২৬৬৩৯)।

অতএব আসুন নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসি সবাই। বিশেষতঃ যাঁরা মাসজিদের ইমাম। তাঁদের দাযিত্ব সর্বাগ্রে। তাঁরা জুমুআর খুত্বায় উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে মুক্তাদীদের বুঝালে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন এবং আমলে আনবেন।

যাঁরা দ্বীনের দাঈ তাঁদের এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করার জন্য। গ্রামের যাঁরা পরিচালক তাঁরাও আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মানার জন্য গ্রামের সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন। এক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকাও নগন্য নয়। তারা যে কাজেই হাত দেয়, অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তার জন্য তা সফল হয়েই থাকে। অতএব সব জটিলতাকে ও ভারকাম করে সহীহ্ সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠায় তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

এভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যদি সুন্নাহ পালনে এগিয়ে আসে, তবে মহিলারা ঈদের স্বলাতে ব্রাত্য না থেকে গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে ইন্শাআল্লাহ্। যার সূচনা ইতিমধ্যে হয়েই গেছে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হক বুঝার এবং সঠিক আমল করার তাওফীক দান করুন — আল্লাহুম্মা আমীন।

---

১৯ পাতার পর

নষ্ট করে থাকে এবং সন্দেহাতীত ভাবে তারা বিপজ্জনক হারাম কাজে নিমজ্জিত হয়। এইভাবে সময় বরবাদ বা নষ্ট করা শোভনীয় নয় বরং মূল্যবান সময়ে দুআ, যিক্র, দাওয়াত, সৎকাজে, ভালোর আদেশ-মন্দের নিষেধ, তাওহীদের প্রচার-প্রসার এবং হাজীদের মধ্যে বিশুদ্ধ আকীদাহ্র বিস্তারে বিনিয়োগ করা উচিৎ। সুতরাং পাপের কাজে সময় নষ্ট না করে নেকীর কাজে ব্যয় করুন।

আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে সঠিক পথের দিশা দিন ও আপনার করণীয় বিষয়ে দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি সহ সঠিক জ্ঞান দান করুন। তিনিই একমাত্র অভিভাবক ও তিনিই একমাত্র ক্ষমতাশালী।

সিয়ামের দাবী ও তার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

মোঃ হাসিবুর রহমান

ইসলামের প্রত্যেকটা বিধি-বিধান ও ইবাদাতসমূহ চরিত্রের সাথে কঠোরভাবে সংযুক্ত। এমন প্রত্যেক ইবাদাত যা ব্যক্তিজীবনে একটি নৈতিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে অক্ষম তা মূল্যহীন। ইবাদাত সম্পাদনের মাধ্যমে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটা তার কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ইবাদাত করেও ব্যক্তি জীবনে চারিত্রিক পরিবর্তন না হওয়াটা তার কবুল না হওয়ার প্রতি ইঙ্গত করে। দ্বিতীয় প্রকৃতির ইবাদাতকে আমরা যান্ত্রিক বা প্রথাগত ইবাদাত বলে জানি। যার মধ্যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার বড়ই অভাব। প্রত্যেকটা ইবাদাত একেকটি নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি আহ্বান করে। যেমন — (১) স্বলাত ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি করো এবং স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করো। নিশ্চয়ই স্বলাত অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম হতে বিরত রাখে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন (সূরা আনকাবুত ২৯/৪৫)।

الفَحْشَاءِ (ফাহশা) হল এমন অশ্লীল গুনাহের কাজ যা মানুষের কুপ্রবৃত্তি কামনা করে। وَ الْمُنْكَرِ (মুনকার) হল - ঐ সকল গুনাহ্ যা ধর্মীয় ও স্বাভাবিক জ্ঞান অপছন্দ করে।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ উপরোক্ত আয়াত থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, ''স্বলাত আদায়কারীকে সমস্ত রকমের অন্যায়, অশ্লীল ও অপকর্ম থেকে দূরে রাখাই হল স্বলাতের মূলনীতি।'' এখন কোনো একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে স্বলাত আদায় করেও যদি সে নিজেকে অন্যায়, অশ্লীল ও অসৎ কর্ম হতে মুক্ত রাখতে পারছে না, তার মানে এই যে, 'স্বলাত তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না'। তার স্বলাত কবুল হচ্ছে না। অচিরেই তার স্বলাত কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্র কাঠগড়ায় প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। হাসান ও কাতাদাহ্ বলেন, ''যার স্বলাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখল না সে স্বলাত দ্বারা আল্লাহ্ থেকে দূরেই রয়ে গেল'' (তাফসীরে তাবারী)। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে তার স্বলাত নিয়ে ভাবতে হবে। কোন্ কারণে স্বলাত নামক ঔষধ তার জীবন থেকে পাপ নামক ব্যাধিকে দূর করতে পারছে না? ভাবতে হবে। কেননা রসূলুললাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لَا يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, 'বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা (বান্দার) গুনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেন (বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, সহীহুত তিরমিযী ২৮৬৮)। অর্থাৎ প্রকৃত স্বলাত আদায়কারীকে স্বলাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখবে, এটাই চূড়ান্ত। তাহলে কি আমরা প্রকৃত স্বলাত আদায়কারী নয়? কেননা আমাদের অনেককেই তো স্বলাতের অনুবর্তী হওয়া সত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তাহলে প্রকৃত মুসল্লী কে? কী তাঁর বৈশিষ্ট্য? প্রকৃত মুসল্লী সেই ব্যক্তি যে, ''স্বলাতকে নির্ধারিত সময়ে, রিয়া মুক্ত ও স্বচ্ছ মনে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দেওয়া পদ্ধতিতে, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার সহিত, স্বলাতের রুকন ও শর্তাসমূহ যথাভাবে ঠিক রেখে আদায় করে।'' প্রকৃত মুসল্লী সমস্ত রকমের

হারাম থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করে স্বলাত আদায় করে। তখন স্বলাত তার অন্তরকে আলোকিত ও পবিত্র করে। ফলে সে ব্যক্তির ঈমান ও তাক্বওয়া এবং ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে খারাপ কাজের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দেয়। এভাবেই স্বলাত ব্যক্তি ও পাপের মধ্যখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

(২) যাকাত ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ হে নাবী! তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে স্বাদাকাহ্ গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিবে, আর তাদের জন্য দুআ করো। নিঃসন্দেহে তোমার দুআ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ্ খুব শোনেন, খুব জানেন (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৯/১০৩)।

এখানে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্বাদাক্বাহ দ্বারা তুমি মুসলিমদেরকে পবিত্র করো। এতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যাকাত ও স্বাদাক্বাহ্ মানুষের আখলাক-চরিত্রকে পবিত্র করার একটি বড় উপায়। তা ছাড়া স্বাদাকাহকে স্বাদাকাহ এ জন্যই বলা হয় যে, স্বাদাকাহ্ দাতা নিজের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ উপরোক্ত আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, 'যাকাত অন্তরকে সমস্ত রকমের অপরাধ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে, আত্মাকে পরিমার্জিত করে এবং তাকে কৃপণতা, লোভ-লালসা ও অহংকারের ব্যধি হতে মুক্ত করে। যাকাত আদায়কারীকে সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, বেঈমানি সহ সমস্ত রকমের দুর্নীতি ও অবৈধ পন্থা থেকে দূরে রাখাই হলো যাকাতের মূলনীতি। এখন যাকাত আদায় করার পরও যদি কোনো ব্যক্তি নিজের আত্মা ও ধন-সম্পত্তিকে পবিত্র করতে পারছেনা, তার মানে এই যে, ''যাকাতের উপকার তার জীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তার যাকাত কবুল যোগ্য হতে পারছেনা।'' অতএব তার যাকাতকে কবুলের যোগ্য করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার। যাকাতের বিধি-বিধান ও শর্তসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে যাকাত আদায় করতে হবে, তবেই তা কবুলের মান্যতা পাবে।

(৩) হাজ্জ আদায় ঃ হাজ্জ একটি বাস্তবধর্মী বহুমুখী প্রশিক্ষণশালা। ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার এক মহাপরীক্ষা কেন্দ্র। হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি- কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, গালিগালাজ ও পঙ্কিলতা থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধি ও পরিমার্জনের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা হাজ্জের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ.

অর্থ ঃ হাজ্জের সময় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হাজ্জ ফরয করে নিল, তার জন্য হাজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ করো। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর (সূরা বাক্বারাহ্ ২/১৯৭)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ، ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, এক 'উমরাহ্'র পর আর এক 'উমরাহ্' উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফ্‌ফারা। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান (বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩, মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯)।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, ''হাজ্জ আদায়কারীকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, আত্মসাৎ করা, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, গালিগালাজ ও পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করাই হাজ্জের মূলনীতি।'' এখন কোনো একজন ব্যক্তি হাজ্জ আদায়ের পরেও যদি প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, আত্মীয়-স্বজনদের ন্যায্য অধিকারসমূহ আত্মসাৎ করছে। এখনো নিজের কুপ্রবৃত্তি ও

ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। নিজের মুখগহ্বরকে অশ্লীল ভাষা ও তামাকজাত দ্রব্য হতে পবিত্র করতে পারছে না। তার মানে এই যে, ''হাজ্জ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তার হাজ্জ আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এই প্রকৃতির হাজ্জ আদায়কারীদের হাজ্জ হাজ্জে মাবরুর অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশকারী হাজ্জ বলে বিবেচিত হবেনা। তাই হাজ্জকে কবুলের স্বীকৃতি দিতে অবশ্যই হাজ্জের শর্তসমূহকে যথাযথভাবে মেনে হাজ্জ আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে সিয়ামও আমাদের কিছু বলতে চায়, কিছু আদব ও শিষ্টাচার শেখাতে চায়। তো আসুন! এবার আমরা আমাদের মূল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় যার নাম 'সিয়ামের দাবী ও তার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ'।

সিয়াম হচ্ছে অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও কঠোর পরিশ্রমের মাস। আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে যেনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার, ছিনতাই-রাহাজানী, হিংসা-মারামারি ও সমস্ত রকমের পাপাচার থেকে বাঁচানোর জন্যই সিয়ামের বিধান দিয়েছেন। এটা ৩০ দিনের বার্ষিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স। যা পরবর্তী এগারো মাসের ইবাদাতের ধরণ, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা দেয়।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন —

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো (সূরাহ্‌ বাক্বারাহ্‌ ২/১৮৩)।

মুসলিমদের প্রতি সিয়াম ফরযের নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিয়াম শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববতী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলিমদের এ মর্মে একটি শান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, সিয়াম একটা কষ্টকর ইবাদাত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনো একটা কষ্টকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়।

সিয়ামের আভিধানিক অর্থ ঃ

هو مطلق الامساك و الكف عن الشىء.

সাধারণত কোনো জিনিস হতে বিরত থাকার নামই সিয়াম।

পারিভাষিক অর্থ ঃ —

هـو الامسـاك عـن شهـوتى البطن الفرج و فى جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله تعالى.

ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদতের নিয়াতে ফজর উদিত হতে সূর্যাস্তমিত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন হতে বিরত থাকাকে সিয়াম বলা হয়। একবার ভাবুন! পানাহার ও যৌন মিলন দুটিই হালাল কাজ, যদি এর থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম হয়, তাহলে হারাম জিনিস থেকে কত কঠোরের সাথে বিরত থাকতে হবে?? অবশ্যই এ সংজ্ঞায় মিথ্যা, অশ্লীল ও বেহায়াপনা পূণ্য কথা-কাজ থেকে বিরত থাকাও শামিল। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাললাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَـنْ أَبِىْ هُـرَيْـرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَـوْلَ الـزُّوْرِ وَ الْـعَـمَلَ بِهِ وَ الْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে লোক মিথ্যা, অসার, কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করলো না, আল্লাহ্‌র নিকট তার পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই (সহীহ্‌ বুখারী ঃ ৬০৫৭, সহীহ্‌ মুসলিম ঃ ১১৫১)।

অন্যত্র রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

عـن أَبِىْ هُـرَيْرَةَ عن النبى ﷺ قَالَ : لَيْسَ الصيامُ منَ الأكـلِ و الشُرُبِ، اِنَّما الصيامُ منَ اللَّغْوِ وَ الرفَثِ ، فَاِنْ

سَابَّكَ أَحَدٌ ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ اِنِّى صَائِمٌ.

কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়; বরং অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামই (প্রকৃত সিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালিগালাজ করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি (তার প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বল যে, আমি সিয়াম পালন করছি (সহীহুল জামে আস্ সাগীর হা/৫৩৭৬, সহীহুত তারগীব হাঃ ১০৮২)।

আয়াতের শেষাংশে সিয়াম ফরযের কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হল তাকওয়াবান বা আল্লাহ্ ভীরু হওয়া। তাকওয়ার পরিচয় মুত্তাকীর গুণাবলী ও ফলাফল অত্র সূরার ২ নং আয়াতে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাক্বওয়া কাকে বলে?

উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হ্যাঁ। উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কীভাবে চলেছেন? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্ট করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি. উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।'

قال النبوىّ: و التقوى هى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه.

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার আদেশকে গ্রহণ ও নিষেধকে বর্জন করাকে তাকওয়া বলে।

সিয়ামের শিক্ষণীয় বিষয়ঃ সিয়াম পালনের মাধ্যমে পালনকারীর অন্তরে আল্লাহ্র ভয় তৈরি করাও তাকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করাই সিয়ামের মূলনীতি। যাতে ঐ ব্যক্তি নিজেকে মিথ্যা কথা, অশ্লীল কাজ ও পাপাচার থেকে বাঁচাতে পারে। কেননা একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে পাপ থেকে বাঁচাতে পারে। যেমন বাঁচিয়েছিল বানী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

وَقَالَ الآخَرُ اللّٰهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمّ اَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَىَّ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اَللّٰهَ وَلَا تَفْتَحَ الخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ.......

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমি তাকে তার চেয়ে অধিক ভালবাসতাম। একদিন আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম (অর্থাৎ ব্যভিচার করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম) যখন আমি তার দু' পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্কে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মাহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না (অর্থাৎ আমার সতীত্ব নষ্ট করো না)। তখন আমি আল্লাহ্র ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম (বুখারী হাঃ ২৩৩৩, মুসলিম হাঃ ২৭৪৩)। একবার ভাবুন তো এই ব্যক্তির কথা, কত গভীর ভালবাসা, দীর্ঘদিনের কামনা- বাসনা, আজ নির্জন জায়গায় দুজনেই বিবস্ত্র, ব্যভিচারের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত, পৃথিবীর কোনো ভয় আছে যে তাকে এই রকম জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনবে? একমাত্র আল্লাহ্র ভয় ব্যতীত। এখন একজন ব্যক্তি প্রতি রমাযান মাসে সিয়ামে থেকেও যদি নিজেকে পাপ, মিথ্যা, অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করতে পারছেনা, তার মানে এই যে ওর মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, যা সিয়াম কবুল না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে। সিয়ামের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভীরু করে তোলা, তার কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের সামনে পরাজিত করা, যদি উদ্দেশ্যই সফল না হয়, তাহলে কী করে কবুল হবে? দীর্ঘ একমাস স্বলাত আদায়ের অভ্যাস করলেন, নিজেকে তামাকজাত দ্রব্য হতে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন, পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করলেন, আর ঈদ হওয়া মাত্রই পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলেন, এই জাতীয় ইবাদতের কি কোনো মূল্য আছে? কোনো ইবাদত ঠিক তখনই কবুল হবে, যখন তা আপনার পূর্বের ও পরের মধ্যখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে, যে প্রাচীর আপনাকে

কখনই আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে দেবে না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, কত রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না (কোনো সওয়াব পায়না)। কত স্বলাত আদায়কারী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না (সুনানে ইবনে মাযাহ্ হাঃ ১৬৯০, সহীহুল জামে ৩৪৮৮)।

বিস্ময়কর বিষয়! সিয়ামের অগণিত পুরস্কার ও মর্যাদা থাকা সত্বেও বহু সিয়াম পালনকারী এবং তারাবী ও তাহাজ্জুদ গুজারের ভাগ্যে ক্ষুধা-পিপাসা এবং রাত্রি জাগরণ ছাড়া কোনো কল্যাণ জোটে না। রমাযান মাসে আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিকুল আল্লাহ্র রহমতের স্পর্শ লাভ করে, সেখানে বহু সিয়াম পালনকারীর এই দুরবস্থা কেন? এর কারণ ও প্রতিকার জানা না থাকলে আমরাও সেই দুর্ভাগ্যের মিছিলের অংশীদার হয়ে যেতে পারি।

তাই সিয়াম সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করতে হবে। আসলে সিয়াম বলতে শুধু পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকা নয়, বরং বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেও বিরত রাখা যেমন অন্তর, পেট, জিহ্বা, কান। অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। পেটকে হারাম ভক্ষণ থেকে, জিহ্বাকে অশ্লীল কথা থেকে, কানকে গান-বাজনা শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখা। আপনি সিয়ামও পালন করছেন আবার অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা হারাম কাজও করছেন এর নাম সিয়াম নই, বরং একে উপোষ থাকা বলে। এক মাস সিয়াম ব্রত পালনের পর যদি আপনি অনুভব করতে পারছেন, যে আপনি আর আগের মতো নেই, সিয়ামের শুরুতে আপনার মধ্যে যে কুঅভ্যাসগুলো ছিল একমাসের সিয়াম সেগুলোকে বিতাড়িত করেছে, তার মানে আপনার সিয়াম পালন সার্থক রয়েছে। আর যদি এমন হয় যে, আপনি আগেও যে শয়তান ছিলেন, একমাস পরেও ঠিক সেই শয়তানই রয়ে গেছেন, তার মানে সিয়াম আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, নিশ্চিতরূপে আপনার সিয়াম কবুল হয়নি। এমতাবস্থায় অবশ্যই আমাদের সিয়াম কবুলের যোগ্য হবে তা জানতে হবে। অবশ্যই তা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল — (১) আমরা আল্লাহ্ভীরু হতে পেরেছি কিনা? (২) সিয়াম ব্রত পালনের মাধ্যমে আমরা হারাম, অবৈধ ও অইসলামিক অভ্যাসগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি কিনা? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আর যদি উত্তর 'না' হয় তবে আপনার জন্য পরিতাপ ও আফসোস, আপনার শ্রম বৃথা গেল।

নির্দেশনা পালন না করে বিশ্বের খ্যাতিমান ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঔষধ সেবন করলেও যেমন আরোগ্য লাভ দুঃসাধ্যকর, ঠিক তেমনি শর্ত ছাড়া ইবাদত করে উপকৃত হওয়ার আশা রাখাটাও ততোধিক নিরাশা জনক।

তো আসুন আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে, 'এবারের সিয়ামকে আমরা বৃথা হতে দেবো না, সিয়ামের শর্তগুলোকে যথাযথভাবে মেনে সিয়াম পালন করবো, যে কোনো মূল্যে সিয়ামকে কবুলের যোগ্য করে তুলবোই ইন্শাআল্লাহ্।' আল্লাহ্ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন — আল্লাহুম্মা আমীন।

৬ষ্ঠ পর্ব

أحكام الأذان والأقامة
আযান ও ইক্বামাতের বিধান
আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(৫৫) উসমানী আযান ঃ এ মর্মে সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَ أَبِي بَكْرٍ، وَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَ كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)র খিলাফাতকালে জুমুআর প্রথম আযান দেওয়া হতো ইমাম মিম্বারে বসলে। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হবার পর, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওরা (বাজারে) তৃতীয় একটি আযান বাড়িয়ে দিলেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৯১২)।

প্রকাশ থাকে যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফাতের পূর্বে যে আযান, ইমাম মিম্বারে বসার পরে দেওয়া হতো উক্ত হাদীসে তাকে বলা হয়েছে প্রথম আযান আর ইক্বামাতকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় আযান এবং উসমানী আযানকে বলা হয়েছে তৃতীয় আযান। কিন্তু উসমানী আযান দেওয়া হয় ইমাম মিম্বারে বসার পূর্বে তাই তাকে প্রথম আযানও বলা হয়ে থাকে।

(৫৬) ঠিক কী কারণে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আযান বৃদ্ধি করেছিলেন। (ক) মদীনার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ মদীনার জনবসতি ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছিল এবং মুসলিমদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ জুমুআর স্বলাত শুধু মাসজিদে নববীতেই হতো। এমনকী ইবতালুয যাল্লাতের লেখক দাবী করেছেন যে, ৩০টি অক্তিয়া মাসজিদের মুসল্লীগণ মাসজিদে নববীতে জুমুআর স্বলাত আদায় করতেন (৪৬-৪৭)। কাজেই দূরের লোকেদের জন্য সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না। যেমন এর পূর্বে সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং এ মর্মে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও বর্ণনা করেছেন —

فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا، فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ بِالزَّوْرَاءِ، فَتَأَخَّرَ خُرُوجُهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ.

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র খিলাফাতকালে যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি মুয়ায্যিনকে যাউরা নামক স্থানে একটি আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং খুত্বার জন্য তাঁর বেরিয়ে আসার সময় পৌঁছিয়ে গেল; যাতে মানুষ জানতে পারে যে, জুমুআর সময় হয়ে গেছে (তারীখুল মাদীনাহ্ লি-ইবনি শিব্বাহ্ ৩/৯৫৮, সূত্র সহীহ্)।

(খ) মানুষকে জুমুআর স্বলাতের জন্য একত্রিত করা ঃ নির্ভরযোগ্য তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয্ যুহরী বলেন —

فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ.

মানুষ যেন (জুমুআর স্বলাতের জন্য) সমবেত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'যাউরা' নামক স্থানে তৃতীয় একটি আযানের নির্দেশ দেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ হাঃ ৩৪৪০ সূত্র হাসান)।

(গ) মাসজিদ থেকে মুসল্লীদের ঘরবাড়ি দূরে দূরে হওয়া ঃ আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী-ইবনু হুমায়দ, ইবনুল মুনযির এবং ইবনু মার্দুওয়ায়ের বরাত দিয়ে তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাহল, মুসল্লীদের বাড়িঘর মসজিদ থেকে দূরে দূরে হওয়া (আল্ আজবিবাতুন নাফিয়াহ ১/১৮, আরও দেখুন আল্ এখতিয়ার লি তা'লীলি মুখতার লি আব্দিল্লাহ্ ইবনি মাহমূদ আল্ মূসেলী ১/৮৫)।

(ঘ) চতুর্থ একটি কারণ বর্ণনা করা হয় যে, মানুষ জীবিকার খোঁজে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা ভিত্তিহীন।

(৫৭) উসমানী আযানের স্থান ঃ এর পূর্বে সায়িব ইবনু ইয়াযীদের হাদীস থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা গেছে যে, আযান দেওয়া

হত যাউরা নামক বাযারে এবং তাঁরই এক অন্য বর্ণনায় আছে —

زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِى السُّوْقِ، يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.

তিনি তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন বাজারে একটি ছাদের উপরে যেটাকে যাউরা বলা হয় (ইবনু মাজাহ হাঃ ১১৩৫, সহীহ্ ইবনে খুযায়মানহ হাঃ ১৮৫৭ সূত্র সহীহ্। আলবানী ও হাফেয যুবাইর ও সূত্র সহীহ্ বলেছেন)।

প্রকাশ থাকে যে, হিশাম ইবনু আব্দিল মালেক, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মৃত্যুর ৮০ বছর পরে খলীফাহ্ হয়ে যাউরার আযানকে মাসজিদের মিনারে এবং খুতবার আযানকে ইমামের সামনে মিম্বারের নিকটে নিয়ে আসে (আউনুল মা'বূদ ৩/৩০৫, ফাতহুল বারী ২/৫০২)।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! বিষয়টি এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সে যুগে যেহেতু ঘড়ি ছিল না আর মাইকও ছিল না সেহেতু তিনি উক্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে, এলাকায়ী প্রয়োজন ভেবে, খুতবার সময়ের পূর্বে, মসজিদ থেকে দূরে যাউরা নামক বাজারের এক ছাদের উপরে একটি আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্তমানেও যদি কোথাও উপরোক্ত সমস্যাগুলি পাওয়া যায়, তবে উসমানী পদ্ধতিতে মাসজিদ থেকে দূরে কোনো উঁচু জায়গা থেকে আযান দিলে তাতে কোনো দোষ নেই। তা উসমানী আযান বলে গণ্য হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক যেসব মাসজিদে দু আযান দেওয়া হয় সেখানেই সেই কারণগুলো পাওয়া যায় না এবং উসমানী নিয়ম মেনে মাসজিদ থেকে দূরে উঁচু স্থান থেকেও দেওয়া হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকেই মতানৈক্যের ধারা অব্যহত রয়েছে।

(৫৮) অকারণে মাসজিদের ভিতরে দু' আযান দেওয়ার হুকুম ঃ এ মর্মে উলামাগণের দুটি মতামত রয়েছে। প্রথমতঃ এটা উসমানী আযান এবং এটা সুন্নাত। উক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সৌদি আরবের দুই আল্লামাহ্ - শায়খ ইবনু বায ও শায়খ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁদের পেশকৃত দলীল সমূহ নিম্নরূপ—

প্রথম দলীল ঃ ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

.... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

আমার পরে তোমাদের যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফাগণের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাঁকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে (আবূ দাউদ হাঃ ৪৬০৭, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৪৩, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৭১৪৫ সূত্র সহীহ্)।

প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি ঃ উক্ত হাদীসে আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাঁদের একজন, ফলে তিনি যে আযান চালু করেছেন তা হল শারয়ী আযান। সুতরাং তার অনুসরণ করা জায়েয (শায়খ ইবনু উসাইমীন, ফাতাওয়া লাজনাহ্ দাইমাহ্ ৮/১৯৮)।

উক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের পর্যালোচনা ঃ উক্ত প্রমাণ উপস্থাপন কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। (১) উক্ত হাদীসে সুন্নাত শব্দটি পরস্পর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যা থেকে তাঁরা দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সুন্নাত মান্য করে হাদীসের উক্ত অর্থ করেছেন। কিন্তু তাদের এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ সুন্নাত শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হলেও তার জন্য সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে একবচন। যা থেকে স্পষ্ট যে, হাদীসে দুটি স্বতন্ত্র সুন্নাতকে বুঝানো হয়নি বরং নাবীর সুন্নাত হল স্বতন্ত্র এবং খুলাফাগণের সুন্নাত হলো সেই সুন্নাতের অধীনে। ফলে আল্লামাহ্ আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী এবং আল্লামাহ্ আমীর সুনায়নী হাদীসের এই অর্থই করেছেন। তাঁরা লিখেছেন—

لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اِلاَّ طَرِيْقَتُهُمَا الْمُوَافَقَةُ لِطَرِيْقَتِهِ ﷺ قَالَ الْقَارِئُ فِى الْمِرْقَاةِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى أَىْ بِطَرِيْقَتِىْ الثَّابِتَةِ عَنِّىْ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوْبًا وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاىِ الرَّاشِدِيْنَ فَاِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوْا اِلاَّ بِسُنَّتِىْ فَالْاِضَافَةُ اِلَيْهِمْ اِمَّا لِعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَاخْتِيَارِهِمْ اِيَّاهَا.

খালীফাগণের সুন্নাত বলে বুঝানো হয়েছে, ঐসব সুন্নাতকে

যা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুকূলে হবে। অতঃপর লিখেছেন, মুল্লা আলী কারী মিরক্বাতে বলেছেন, হাদীসের অর্থ হল — আমার থেকে প্রমাণিত সুন্নাত এর প্রতি আমল করা অজেব অথবা মান্দূব। আর হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফাগণের সুন্নাত-এর অর্থ, তাঁরা আমার সুন্নাতের উপরেই আমল করেছে তাঁদের ভিন্ন কোনো সুন্নাত নেই। কিন্তু তাদের দিকে সুন্নাতের ইযাফাত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে। তাঁদের সেই সুন্নাতের প্রতি আমল করার কারণে অথবা তা থেকে তাঁদের মসলা গ্রহণ ও নির্বাচন করার কারণে (সুবুলুস সালাম ১/৩৪৫, তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী ৩/৪০)। আর হাদীসের এই অর্থই সঠিক। কারণ সুন্নাত শব্দটি পরস্পর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের বাক্য সম্পর্কে উলামাগণের অনুমোদিত মূলনীতি হল —

اَلْـمَـعْرِفَةُ اِذَا أُعِيْدَتْ مَعْرِفَةٌ كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنُ الأُولى.

যখন কোনো নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে আনা হবে তখন দ্বিতীয় বিশেষ্য সম্পূর্ণরূপে প্রথম বিশেষ্যই হবে। অর্থাৎ উভয় বিশেষ্য একটা বস্তুকেই বুঝাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে নয়। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন — ইয়াকূব (আলাইহিস্‌ সালাম) তাঁর সময় নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করছিলেন —

مَـا تَـعْبُـدُوْنَ مِـنْ بَـعْـدِى قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ آبَائِكَ اِبْـرَاهِيْـمَ وَ اِسْـمَـاعِيْلَ وَ اِسْحَاقَ اِلٰهًا وَاحِدًا وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কীসের উপাসনা করবে? তাঁরা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব '(বাক্বারাহ্‌ ২/১৩৩)। যেমন এ আয়াতে 'ইলাহ্‌' শব্দটি পরস্পর দু'বার ব্যবহৃত হলেও ইয়াকূব (আলাইহিস্‌ সালাম) এর উপাস্য এবং তাঁর পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আলাইহিমুস সালামের উপাস্য ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং একটাই উপাস্য। ঠিক তেমনি আলোচ্য হাদীসেও সুন্নাত শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হলেও তা থেকে একটা সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে আর তা হল নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত। তার মানে আলোচ্য হাদীসকে বানিয়ে, মাসজিদের ভিতরে জুমুআয়র দু আযান দেওয়া শরীয়ত সম্মত হবে না।

(২) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামাহ্‌ বারমাভী (রাহেমাহুল্লাহ্‌) বলেছেন —

اِذَا اتَّـفَـقَ الْـخُـلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ حُجَّةً لَا اِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

যখন চার খলীফাহ্‌ কোনো একটি কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করবেন, তখন তা (শারয়ী) দলীল হিসাবে গণ্য হবে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো একজনের কথা দলীল হবে না (সুবুলুস সালাম ১/৩৪৬)। আর উক্ত আযান যদি উসমানী আযান মেনে নেওয়া যায় তবে তা হবে কেবল উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র চালুকৃত আযান।

(৩) খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবাগণের কথা ও কর্ম দু'টি শর্তের সাথে দলীল হতে পারে। (ক) তা যেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের বিরোধী না হয়। কিন্তু উক্ত আযান চালু হওয়ার আগে, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং প্রথম দুই খালিফার সুন্নাত ছিল, খতীব মিম্বারে বসার পরে কেবল একটি আযান দেওয়া। তার মানে উক্ত আযান তাদের সুন্নাতের বিরোধী।

(খ) অন্য কোনো সাহাবী যেন তার বিরোধিতা না করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আযানের বিরোধিতা করেছেন। যা সহীহ্‌ সূত্রে প্রমাণিত। হিশাম ইবনুল গায বলেন, আমি এ মর্মে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমারের গুলাম নাফেকে প্রশ্ন করলাম —

اَلْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِدْعَةٌ.

জুমুআর দিন প্রথম আযান বিদ্‌আত? তিনি উত্তরে বলেন, ইবনে উমার বলেছেন, বিদ্‌আত (মাস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্‌ হাঃ ৫৪৪১, ৫৪৩৭ সূত্র সহীহ্‌) এবং বিখ্যাত আস্থাভাজন তাবেঈ আমর ইবনু দীনার (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন—

رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ اِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

আমি দেখেছি আব্দুল্লাহ্‌ বিনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র

যুগে মিম্বারে বসার পূর্বে কোনো আযান দেওয়া হতো না যখন তিনি জুমুআর খুতবার জন্য মিম্বারে বসতেন তখন তার জন্য কেবল একটাই আযান দেওয়া হতো (মাস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক হাঃ ৫৩৪৪, সূত্র হাসান)।

তাঁদের দ্বিতীয় দলীল - ইজমায়ে সুকুতী ঃ অর্থাৎ সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর মধ্যে কেউ সরাসরি এ আযানের বিরোধিতা করেননি বরং তাঁরা চুপ করেছিলেন। সুতরাং এটা হল ইজমায়ে সুকুতী। আর ইজমা, শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

পর্যালোচনা ঃ সর্বপ্রথমে আমরা জেনে নেব ইজমার সংজ্ঞা। ইমতাউল উকূলের লেখক লিখেছেন,

اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِىْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِى أَىِّ عَصْرٍ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِىٍّ.

ইজমা বলা হয়, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর কোনো এক যুগে তাঁর উম্মাতের মুজতাহিদগণের দ্বীনী ব্যাপারে গবেষণামূলক প্রয়াসকারীগণের কোনো শারয়ী বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা (ইমতাউল উকূল ২/৮৪)। লেখক উক্ত বইয়েই একটু আগে গিয়ে লিখেছেন, যদি কোনো একজন মুজতাহিদও ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে ইজমা সম্পন্ন হবে না। বরং এহেন অবস্থায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীস যার মতের সমর্থন করবে তার মতের উপরেই আমল করা হবে (২/৯২)। আমরা ইতিপূর্বে দেখলাম একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) র উক্ত আযানের বিরোধীতা করে তাকে বিদআত বলেছেন। যদিও উসমানী আযানকে বিদআত বলা যাবে না। একটি কথা তো স্পষ্ট যে, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমল দ্বারা বিরোধিতা করে মাক্কায় জুমুআর একটিই আযান দেওয়া করাতেন।

তৃতীয় দলীল ঃ হাদীসের কিছু বর্ণনায় এসেছে — সুতরাং আযানের এ অবস্থা এলাকায় স্থায়ী হয়ে গেল।

পর্যালোচনা ঃ এ বাক্যের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, উক্ত বাক্য থেকে মনে হচ্ছে যেন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র চালুকৃত আযান সমস্ত শহরের লোকেরা গ্রহণ করে নিয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন একজন মান্যবার খলীফাহ্। তবে ফাকেহানী বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আযান (মাক্কায়) সর্বপ্রথম চালু করেছে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ এবং বাসরায় চালু করেছে যিয়াদ। আর আমি মাগরাব (লিবিয়া, আল্ জাযায়ের, মারাকেশ, তিউনিস ইত্যাদি)। দেশের ব্যাপারে জেনেছি যে, সেখানে এখনও জুমুআর একটাই আযান দেওয়া হয় (ফাতহুল বারী ২/৩৯৪, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪০, মিরয়াতুল মাফাতীহ্ ৪/৪৯২)। এ ছিল তাঁদের পেশকৃত দলীল সমূহ যার কোনো একটাও আমলের যোগ্য নয়।

সম্মানিত পাঠক! উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন খলীফায়ে রাশেদ। দ্বীনি বিষয়ে ইজতেহাদ করার তাঁর যথেষ্ট প্রতিভা ছিল এবং তাঁর ইজতেহাদের অধিকারও ছিল। কিন্তু নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার আমলের বিপরীতে তাঁর এই ইজতেহাদকে শারয়ী দলীল হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তারপরেও যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মান্যবর খলীফা তার চালুকৃত আযানকে বিদ্আতও বলা যাবে না।

দ্বিতীয় মত ঃ অকারণে মাসজিদের ভিতরে জুমুআর দিন দু'আযান দেওয়া জায়েয নয়। তবে উপরোক্ত কারণগুলি পাওয়া গেলে উসমানী পদ্ধতিতে মাসজিদ থেকে দূরে কোনো উঁচু জায়গা থেকে আযান দিলে জায়েয হবে। এমত পোষণ করেছেন আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আমীর সুনায়নী, ওবাইদুল্লাহ্ রহমানী, আহ্লে হাদীস উলামাগণ এবং কিছু সংখ্যক হানাফী আলেমগণ।

যাকাত ও সাদাক্বাহ

আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম আলীয়াভী

যাকাত ইসলামী শরীয়তের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল্লাহ্ কর্তৃক মানব জাতির জন্য একমাত্র দ্বীন বা ধর্ম হল ইসলাম। আর ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটির উপর দণ্ডায়মান। আর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ হল যাকাত।

যাকাতের আভিধানিক অর্থ ঃ যাকাত (زكاة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল الطهر অর্থাৎ পবিত্রতা, والنماء ক্রমবৃদ্ধি, والبركة আধিক্য ও والمدح প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখিত সবগুলো অর্থই কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে।

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ ঃ ইসলামী শারীআত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস সমূহের অনেক জায়গায় যাতাককে সাদাক্বাহ্ নামে অবিহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের ৮টি মাক্কী ও ২২টি মাদানী সূরার ৩০টি আয়াতে যাকাত শব্দটি এসেছে। এর মধ্যে ২৭টি আয়াতে স্বলাতের সাথেই যাকাত শব্দ যুক্ত হয়েছে (ফেকহুল মুয়াস্সার ১২১ পৃঃ)।

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল ঃ যাকাত ফরয হয়েছিল পবিত্র মক্কা নগরীতে। কিন্তু নিসাব নির্ধারণ এবং কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা মদীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে (মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল্ উসাইমীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ৬/১২ পৃষ্ঠা)।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ঃ আল্লাহ্ তাআলা শর্ত সাপেক্ষে মুসলিমদের উপর যাকাত ফরয করেছে, যা নিম্নরূপ —

(১) النية তথা নিয়্যাত করা (বুখারী হা/০১, মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৬৮৬)।

(২) الحرية তথা স্বাধীন হওয়া (সহীহ্ মুসলিম হা/৯৮২, বুখারী হা/২৩৭৯)।

(৩) الاسلام তথা মুসলিম হওয়া (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৯/১০৩, সূরাহ্ ফুরকান ২৫/২৩)।

(৪) ملك نصاب তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (বুখারী হা/১৪৮৪)।

(৫) الاستقرار তথা সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া (সূরাহ্ তওবাহ্ ১০৩ নং আয়াত, সূরাহ্ মা'আরিজ ২৪ নং আয়াত)।

(৬) ماضى الحول তথা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া (আবূ দাউদ হা/১৫৭৩, তিরমিযী হা/৬৩১)।

যাকাতের গুরুত্ব ঃ ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তাআলা যেখানে স্বলাতের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে কমবেশি যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন

وَ يُقِيْمُواالصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ. —

অর্থ ঃ এবং তোমরা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে (সূরাহ্ বাইয়্যিনাহ্ ৫ নং আয়াত)।

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন —

অর্থ ঃ এবং আমি তোমাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ৩ নং আয়াত)।

এছাড়াও কুরআন মাজীদের মধ্যে অসংখ্য জায়গায় যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বরং বলা যেতে পারে যে স্বলাত, সিয়াম, হজ্জ এর গুরুত্বের চেয়ে যাকাতের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে ঃ— যাকাত আদায় করলে সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে তা পবিত্র হয়। অনেকে মনে করে যাকাত দিলে মাল কমে যায়। আল্লাহ্ বলেন —

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا .

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

অর্থ ঃ তাদের সম্পদ হতে সাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৯/১০৩)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে —

عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِذَا اَدَّ رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدَّ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, তাহলে

কী হবে? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, যদি কেউ তার সম্পদে যাকাত আদায় করে, তাহলে তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে (তাবারানী, সহীহ্ তারগীব হা/৭৪৩)।

যাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায় ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাত দিলে সম্পদ কমে যায় বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কমে যায় না বরং তা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

يَـمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَ اللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৭৬)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন —

وَمَـآ اٰتَيْتُـمْ مِّـنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِـنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

অর্থ ঃ মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র নিকট তা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী (সূরাহ্ রুম ৩০/৩৯)।

যে সকল মালের যাকাত ফরয ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই মালের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সব সম্পদের যাকাত আল্লাহ্ ফরয করেন নি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে।

১। يهيمة الانعام তথা গৃহপালিত পশু ঃ কারো নিকট গৃহপালিত পশ নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয — পশুগুলো হল — উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা (বুখারী ১৪৬০)।

২। النقدان তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য ঃ কারো নিকট নেসাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয (সূরা তওবাহ্ ৩৪-৩৫ নং আয়াত, মুসলিম ৯৮৭)।

৩। عروض التجارة তথা ব্যবসায়িক মাল ঃ যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৬৭)।

৪। الحبوب و الثمار তথা শস্য ও ফল ঃ অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওজনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয (সূরাহ্ আনআম ৬/১৪১, বুখারী ১৪৮৩)।

৫। المعادن و الركاز তথা খনিজ ও মাটির ভিতরে লুক্কায়িত সম্পদ ঃ المعادن হল খনিজ সম্পদ যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। الركاز হল পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৬৭, বুখারী হা/১৭৯৮)। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নেসাব ভিন্ন ভিন্ন।

(১) গৃহপালিত পশুর যাকাতের নিসাব ঃ গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়তে নির্ধারিত নিসাব সংখ্যক পশুর মালিক হতে হবে। আর তা হলো ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০টি, গরু ৩০টি এবং উট ৫টি। উল্লেখিত সংখ্যা হতে কম হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লম) বলেছেন —

ليس فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْاِبِلِ.

পাঁচের কম সংখ্যক উটে যাকাত নেই (বুখারী হাঃ ১৪৪৭)। অন্য হাদীসে এসেছে —

মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত—

عَـنْ مُـعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ قَـالَ بَـعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَـمَنِ وَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً.

তিনি বলেন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন,

গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি মুসিন্নাহ (দু বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছর পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ৩০টিতে একটি তাবী অথবা তাবীআহ (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে (তিরমিযী হা/৬২৩, নাসাঈ ২৪৫০)।

অন্যত্র রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশটি হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই (বুখারী ১৪৫৪, ছাগলের যাকাত অনুচ্ছেদ)।

(ক) উটের যাকাত ঃ ৫টির কম উট হলে যাকাত ফরয নয়। ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত ১টি ছাগল, ১০ থেকে ১৪টি পর্যন্ত ২টি ছাগল, ১৫টি থেকে ১৯টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল, ২০টি থেকে ২৪টি পর্যন্ত ৪টি ছাগল, ২৫টি থেকে ৩৫টি পর্যন্ত বিনতু মাখাম (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উট), ৩৬টি ৪৫টি পর্যন্ত বিনতু লবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট), ৪৬টি থেকে ৬০টি পর্যন্ত হিক্কাহ্ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উট), ৬১টি থেকে ৭৫টি পর্যন্ত জাযআহ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উট), ৭৬টি থেকে ৯০টি পর্যন্ত ২টি বিনতু লাবুন, ৯১টি থেকে ১২০ টি পর্যন্ত ২টি হিক্কাহ্।

(খ) গরুর যাকাত ঃ ৩০টি গরুর কমে কোনো যাকাত নেই। ৩০টি থেকে ৩৯টি পর্যন্ত তাবী/তাবীআহ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু), ৪০টি থেকে ৫৯টি পর্যন্ত মুসিন্নাহ্ (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু), ৬০টি থেকে ৬৯টি পর্যন্ত ২টি তাবী/ তাবীআহ, ৭০টি থেকে ৭৯টি পর্যন্ত ১টি তাবী/তাবীআহ ও ১টি মুসিন্নাহ। ৮০টি থেকে ৮৯টি পর্যন্ত ২টি মুসিন্নাহ্, ৯০টি থেকে ৯৯টি পর্যন্ত ৩টি তাবী/তাবীআহ্, ১০০টি থেকে ১০৯টি পর্যন্ত ২ তাবী/তাবীআহ ও ১টি মুসিন্নাহ্।

বিঃ দ্রঃ- এরপর পর প্রত্যেক ৩০টি গরুতে একটি তাবী অথবা তাবীআহ অর্থাৎ এক বছর বয়সের একটি গরুর বাছুর এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুর বিনিময়ে একটি মুসিন্নাহ্ তথা দু বছর বয়সের গরুর বাছুর যাকাত দিতে হবে।

(গ) ছাগলের যাকাত (দুম্বা, ভেড়া ছাগলের অন্তর্ভুক্ত) ঃ ছাগল ৪০টির কম হলে তার যাকাত লাগেনা। ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল, ১২১টি থেকে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল, ২০১টি থেকে ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল।

বিঃ দ্রঃ- এরপরে প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

(২) স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব ঃ কারো নিকট ইসলামী শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয। এ দুটি ধাতুর নিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) স্বর্ণের নিসাব ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ.

বিশ দিনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কারো নিকট ২০ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবে হবে (আবূ দাউদ ১৫৭৩, যাকাত অধ্যায় আলবানী রহঃ উক্ত হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলেছেন)।

উল্লেখ্য যে, ১ দিনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব ২০ দিনার সমান ২০ x ৪.২৫ = ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। ১ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হলে ৮৫ ÷ ১১.৬৬ = ৭.২৯ ভরী বা ৭ ভরী ৫ আনা ৫ রতী স্বর্ণ। অর্থাৎ কারো নিকটে উল্লেখিত পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর উক্ত স্বর্ণের বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫% যাকাত দেওয়া ফরয।

(খ) রৌপ্যের নিসাব (চাঁদি) ঃ এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

অর্থাৎ পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই (বুখারী ১৪৮৪)। উল্লেখ্য যে, ১ উকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ উকিয়া সমান ৪০ x ৫ = ২০০ দিরহাম।

অন্যত্র রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَإذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذٰلِكَ

তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামের ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই ফরয নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে (আবূ দাউদ হা ১৫/৭২ আলবানী, সনদ সহীহ্)।

অত্র হাদীসে বর্ণিত ২০০ দিরহাম সমান ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হলে ৫৯৫ গ্রাম সমান ৫৯৫ ÷ ১১.৬৬ = ৫১.০২ ভরি রৌপ্য হয়। উক্ত পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকটে এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫% টাকা করে যাকাত আদায় করতে হবে।

(৩) ব্যবসায়িক মালের যাকাত ঃ (ক) ব্যবসায়িক পণ্যের মূল নিসাব পরিমাণ হওয়া ঃ ব্যবসায়িক পণ্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে। আর তা হল ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

(খ) পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা ঃ নিসাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকলেই কেবল যাকাত ফরয অন্যথা যাকাত ফরয নয়।

(৪) শস্য ও ফল (কৃষিপণ্যের যাকাতের) নিসাব ও পরিমাণ ঃ কৃষিপণ্যের যাকাতের নিসাব সম্পর্কে রসলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই (সহীহ্ বুখারী ১৪৮৪, মুসলিম ৯৭৯)।

ওয়াসাক-এর পরিমাণ ঃ ১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০ x ৫ = ৩০০ সা', ১ সা' সমান ২কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ সা' সমান ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের এক ভাগ যাকাত ফরয। আর নিজ পানিতে সেচ দিয়ে উৎপাদিত করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ওশর (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) ওয়াজিব (বুখারী ১৪৮৩)।

যে সকল শস্যের যাকাত ফরয ঃ যে সকল শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় তা যদি মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওজন ও গুদামজাত করা যায় তাহলে সে সকল শস্যের যাকাত আদায় করা ফরয।

হাদীসে এসেছে —

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكٰوةَ فِىْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيْرِ وَ الزَّبِيْبِ وَ الثَّمَرِ.

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন (দারাকুতনী হা/১৯৩৬)। উল্লেখিত বর্ণনায় চারটি শস্যের কথা বলা হলেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং ওজন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন - ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

অতএব গুদামজাত অসম্ভব এমন শস্যের যাকাত ফরয নয়। যেমন শাক, সব্জি বা কাঁচামালের কোনো যাকাত (ওশর) নেই। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَيْسَ فِى الْخَضْرَوٰةِ زَكَاةٌ.

অর্থাৎ শাক সব্জিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই (সহীহ্ জামেউস্ সাগীর হাঃ ৫৪১১)।

উল্লেখ্য যে, সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম

করলে এবং নিসাব পরিমাণ হলে শতকরা ২.৫% টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন— لَا زَكَاةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই (তিরমিযী হাঃ ১৭৯২)।

শস্য উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে কি শস্যের যাকাত আদায় করতে হবে?

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উৎপাদনের খরচের দিকে লক্ষ রেখেই ফসলের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আর সেচ হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান খরচ। তাই এর উপর ভিত্তি করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন (বুখারী হাঃ ১৪৮৩)।

এক ফসল অন্য ফসলের নিসাব পূর্ণ করবে কি? ঃ— কোন ব্যক্তির ১০ মন ধান ও ১০ মন গম উৎপন্ন হলে সে কি উভয় শস্য একত্রিত করে যাকাত আদায় করবে? না উভয়টি পৃথক পৃথক ভাবে নিসাব পরিমাণ না হওয়ার কারণে যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে? এ ব্যাপারে সব থেকে সহীহ্ মত হল গম, যব, ধান ইত্যাদি প্রত্যেকটি পৃথক শস্য। অতএব শস্যগুলি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হলেই যাকাত ফরয। অন্যথা ফরয নয়। তবে একই শস্যের বিভিন্ন শ্রেণি একই শস্যের অন্তর্ভুক্ত যেমন মিনিকেট, স্বর্ণা, আয়ার ছত্রিশ বিভিন্ন শ্রেণির ধান একই নিসাবের অন্তর্ভুক্ত (সহীহ্ ফিকহুলস সুন্নাহ ২/৪৫ পৃঃ)।

(৫) খনিজ বা মাটির ভেতর লুকায়িত সম্পদর এর নিসাব ঃ— খনিজ সম্পদ যা আল্লাহ্ মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। এইসব স্বর্ণ, রৌপ্যের যে নিসাব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই খনিজ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

অর্থ দিয়ে যাকাত আদায় ঃ প্রাথমিক যুগের মানুষ নগদ অর্থ বুঝত না। তারা পন্যের বিনিময়ে পন্য লেনদেন করত। তারপর ধীরে ধীরে নগদ অর্থের প্রচলন শুরু হয়েছে। সাথে সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষ বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রেরিত হলেন, তৎকালীন আরব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করত। স্বর্ণ দিয়ে তৈরি হতো দিনার, আর রৌপ দিয়ে তৈরি হতো দিরহাম। কিন্তু তা ছোট ও বড় হওয়ার ওজনের তারতম্য হতো এই জন্য জাহেলী যুগে লোকেরা গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার করত না। বরং তারা ওজনের ভিত্তিতে ব্যবহার করত। এজন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব যথাক্রমে ২০ দিনার ও ২০০ দিরহামকে ওজনের ভিত্তিতে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য ধার্য করা হয়েছে।

অর্থের নিসাব ঃ পৃথিবীতে মানুষ যে মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন করছে সেটা দিরহাম, দিনার, ডলার, টাকা যাই হোক না কেন, তা যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার উপর একবছর সময় অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জামানায় এক দিনার সমান দশ দিরহাম হতো। সুতরাং বিশ দিনার স্বর্ণ ও দুই শত দিরহাম রৌপ্যের মান সমান ছিল। যার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব যথাক্রমে বিশ দিনার ও দুই শত দিরহাম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান উল্লেখিত পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মানে বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে আমরা কি নগদ অর্থের নিসাব স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করব, না রৌপ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করব? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতানৈক রয়েছে। স্বর্ণের মূল্য রূপা অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিধায় অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে যাকাত যেহেতু সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হওয়ার মাধ্যম তাই রৌপ্যের হিসাবেও অর্থের যাকাত আদায় করা উচিত (আল্লাহু আলাম)।

যাকাত বন্টনের খাত সমূহ ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে যাকাত প্রদানের ৮টি খাত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

নিশ্চয় সাদাকাহ্ (যাকাত) হচ্ছে ফকীর মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য (তা বন্টন করা যায়) দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (সূরাহ্ তওবা ৯/৬০)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যাকাতের ৮টি খাত বর্ণনা করেছেন। এই ৮টি খাত সমূহের মধ্যে যাকাতের মাল বন্টন করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ৮টি খাতেই বন্টন করতেই হবে এমন শর্ত নয়, যেমন ধরুন কোনো এলাকায় এমন আছে যেখানে ৮টি খাতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি খাত পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন কি আপনি বা আমি ৮টি খাত তলাশ করে বেড়াবো এমনটা নয়। বরং ৮টি খাতের যেগুলি আপনার সামনে পরিলক্ষিত হবে সে খাতসমূহের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি মিলে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে কি?

কারো নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথকভাবে কোনোটিই নিসাব পরিমাণ নেই। কিন্তু উভয়টি মিলে নিসাব পরিমাণ হয়। এক্ষণে তার উপর যাকাত ফরয হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সহীহ্ মত হল, স্বর্ণ ও রৌপ্য দুটি ভিন্ন বস্তু। একটি অপরটির নিসাব পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ দুটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত ফরয নয় (মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল উসায়মীন, সারহুল মুমতে ৬/১০১-১০২ পৃষ্ঠা, ফিকহুস্ সুন্নাহ ২/১৮ পৃষ্ঠা, তামামুল মিন্না ৩৬০ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই (বুখারী হা/১৪৮৪)। তিনি অন্যত্র বলেন, বিশ দিনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয় (আবূ দাউদ হা/১৫৭৩, আলবানী সনদ সহীহ্)।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : আব্বাস বিন উবাদাহ্‌র এই তেজস্বিনী ভাষণ শোনার পর সকলে কী বলেছিল?

উঃ— আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি আমাদের মাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের হত্যার বিনিময়ে। কিন্তু যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পালন করি, তাহলে এর বদলায় আমাদের কী পুরস্কার রয়েছে হে আল্লাহ্‌র রসূল!

২। প্রশ্ন ঃ তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেছিলেন?

উঃ— তিনি বলেন, এর একমাত্র পুরস্কার জান্নাত লাভ।

৩। প্রশ্ন ঃ রসূলের উত্তরে লোকেরা কী বলেছিলেন?

উঃ— আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এই বায়আত পরিত্যাগ করব না এবং রহিত করার আবেদন করব না (আহমাদ হাঃ ১৪৪৯৪)। অন্য বর্ণনায় আছে— 'আমরা কখনো এই বায়আত পরিত্যাগ করব না এবং তা বাতিল করব না' (আহমাদ হাঃ ১৪৪৯৬, তাফসীর ইবনু কাসীর সূরাহ্ তাওবার ১১১ নং আয়াতের তাফসীর)

৪। প্রশ্ন ঃ কে সর্বপ্রথম বায়আত করেছিলেন?

উঃ— দলনেতা এবং কাফেলার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আসআদ বিন যুরারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

৫। প্রশ্ন ঃ উক্ত বায়আতের ধরণ কী ছিল?

উঃ— পুরুষরা সকলেই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাতের উপরে হাত রেখে এবং মহিলারা মৌখিক অঙ্গিকারের মাধ্যমে বায়আত করেছিল।

৬। প্রশ্ন ঃ সৌভাগ্যবতী ওই মহিলা দু জনের নাম কী?

উঃ— বানু মাযেন গোত্রের উম্মে উসাবাহ্ নুসাইবা বিনতে কা'ব এবং বনু সালামাহ্ গোত্রের উম্মে মানী আসমা বিনতে আমর।

৭। প্রশ্ন ঃ কোন সাহাবী এই বায়আতকে 'বায়আতুল হারব' বা যুদ্ধের বায়আত বলে অবিহিত করেন?

উঃ— উবাদাহ বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

৮। প্রশ্ন ঃ বায়আতে কুবরার শর্তগুলি কী ছিল?

উঃ— (ক) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও তা মেনে চলবে। (খ) কষ্টে ও সচ্ছলতায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে, (গ) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, (ঘ) আল্লাহর জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহ্‌র পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবেনা, (ঙ) যখন আমি ইয়াসরিবে তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা সাহায্য করবে

এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে (আহমাদ হাঃ ১৪৪৯৬, সহীহ্ হাঃ ৬৩)। ওবাদাহ্ বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, আমরা নেতৃত্বের জন্য আপোষে ঝগড়া করবো না (মুসলিম হাঃ ১৭০৯)।

৯। প্রশ্ন ঃ বায়আত গ্রহণের পর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী করেছিলেন?

উঃ— ৭৫ জনের বায়আত গ্রহণের পর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের মধ্য হতে ১২ জনকে প্রতিনিধি বা নেতা নির্বাচন করে দিলেন।

১০। প্রশ্ন ঃ উক্ত প্রতিনিধি কোন গোত্রের ছিলেন এবং তাদের নাম কী ছিল?

উঃ— প্রতিনিধিদের মধ্যে নয় জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের যাদের নাম ছিল — (ক) বনু নাজ্জারের আবু উমামাহ্ আসআদ বিন যুরারাহ্ (খ) সা'দ বিন রাবী (গ) আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহ্ (ঘ) রাফে' বিন মালেক, (ঙ) বারা বিন মারূর, (চ) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, (ছ) উবাদাহ্ বিন সামেত, (জ) সা'দ বিন উবাদাহ্, (ঝ) মুনযির বিন আমর।

তিন জন ছিলেন আউস গোত্রের যাদের নাম — (ক) উসায়েদ বিন হুযায়ের, (খ) সা'দ বিন খায়সামা, (গ) রেফা'আহ বিন আব্দুল মুনযির (আহমাদ হাঃ ২২৮২৬)।

১১। প্রশ্ন ঃ ১২ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করার পর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী করেছিলেন?

উঃ— অতঃপর তিনি তাদের নিকট থেকে পুনরায় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন (ইবনু হিসাম ১/৪৪৬ পৃঃ)।

১২। প্রশ্ন ঃ বায়আত গ্রহণের পর শয়তান কী করল?

উঃ— এই বায়আতের সুদূর প্রসারী ফলাফল বুঝতে পেরে দ্রুত পাহাড়ের উপর উঠে তার স্বরে আওয়ায দিয়ে বলল। হে বড় বড় তাঁবুওয়ালা! মুযাম্মাম ও তার ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার আছে কি? তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে (আহমাদ হাঃ ১৫৮৩৬, ইবনু হিশাম ১/৪৪৭ পৃঃ)।

১৩। প্রশ্ন ঃ শয়তানের উক্ত আওয়ায সম্পর্কে কোনো সাহাবী কী মন্তব্য করেছিলেন?

উঃ— কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরূপ দূরবর্তী আওয়ায আমরা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি (আহমাদ হাঃ ১৫৮৩৬)।

পরবর্তী অংশ ৪৫ পাতায়

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ যখন রমাযান মাস আরম্ভ হয় আমি নিয়্যাত করেছিলাম যে, পূর্ণ মাসের সিয়াম পালন করব। আবার প্রত্যেকটা সিয়ামের জন্য কি ভিন্ন ভিন্নভাবে নিয়্যাত করা আবশ্যিক? দলীল সহ জানাবেন। — আব্দুল মান্নান, চপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রত্যেক সিয়ামের জন্য আলাদা আলাদাভাবে নিয়্যাত করা আবশ্যিক। কারণ যেকোনো আমল গৃহীত হওয়ার জর্নশত্য হল তার জন্য নিয়্যাত করা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ.

যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই সিয়াম থাকার নিয়্যাত করেনি তার সিয়াম গৃহীত হয়নি (ইবনু মাজাহ্, হাঃ ১৭০০, তিরমিযী হাঃ ৭৩০ সূত্র হাসান। হাফেয যুবাইর আলী যায়ী ছাড়া অন্যান্য উলামাগণ হাদীসটির সূত্রকে সহীহ্ অথবা হাসান বলেছেন)। উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী লিখেছেন —

وَ إِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فِىْ رَمَضَانَ، أَوْ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ فِى صِيَامِ نَذْرٍ، اِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يُجْزِهِ، وَ أَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَ أَحْمَدَ، وَ اِسْحَاقَ .

কিছু আলিমের মতানুযায়ী এই হাদীসটির অর্থ হচ্ছে — রাত থাকতেই অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রমাযানের সিয়াম অথবা কাযা বা মানতের সিয়ামের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি নিয়্যাত না করলে তার সিয়াম আদায় হবে না। কিন্তু ভোর হওয়ার পরও নফল সিয়ামের নিয়্যাত করা যায়। এ রকম মতই ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের (জামেউত তিরমিযী ২/১০০ অথবা ৩/৯৯)।

প্রকাশ থাকে যে, হাফেয যুবাইর আলী যায়ী উক্ত হাদীসের সূত্রকে একটি ক্ষুদ্রতম কারণে যঈফ বললেও আম্মা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ্ সূত্রে তার মত হিসাবে একাধিক (মাওকুফ হাদীস) আসার বর্ণনা করেছেন (দেখুন ঃ নাসায়ী হাঃ

২৩৩৮-২৩৪২)। জেনে রাখা ভাল, নিয়্যাত হল অন্তরের ইচ্ছার নাম যেমন, রমাযানের প্রস্তুতি নেওয়া, চাঁদ দেখা ইত্যাদি। মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। যেমন কিছু প্রত্যেক সিয়ামের জন্য বলে থাকে — بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

আমি আগামী কাল রমাযানের সিয়াম রাখার নিয়্যাত করলাম। এ দুআটি হাদীসের কোনো গ্রন্থে সহীহ্ বা হাসান সূত্রে তো দূরে থাক জাল সূত্রেও বর্ণিত হয়নি।

২। প্রশ্ন ঃ সফর অবস্থায় সাওম পালন করা যাবে কি? সহীহ্ হাদীসের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন। — তাওহীদুর রহমান, ইলামী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

উত্তর ঃ এ মর্মে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হল, সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা এবং না করা উভয়ই জায়েয। সুবিধাজনক অবস্থায় সিয়াম পালন করা উত্তম আর বেশি কষ্ট হলে সিয়াম না পালন করাই উত্তম। (ক) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

ইচ্ছা করলে তুমি সিয়াম পালন করতেও পার আবার ইচ্ছা করলে ভাঙতেও পারো (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৪৩, সহীহ্ মুসলিম হঃ ১৮৮৯)।

(খ) এক সফরে, আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনি স্বলাত কসর করতে থাকলেন আর আমি স্বলাত পূর্ণ আদায় করতে থাকলাম। আপনি সওম ছাড়তে থাকলেন আর আমি সওম পালন করতে থাকলাম। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ.

আয়েশাহ্ তুমি ঠিক করলে। তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না (নাসায়ী হাঃ ১৪৫৭, দারাকুতনী হাঃ ২২৯৪ সূত্র সহীহ্। এর সূত্রকে দারাকুতনী হাসান এবং হাফেয যুবাইর আলী যায়ী সহীহ্ বলেছেন)।

(গ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সফরে সওম রাখতেন (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৬৬৩ সূত্র সহীহ্)।

৩। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসের একটি সিয়াম স্বেচ্ছায় ভেঙে দিলে তার কাফ্‌ফারাহ্ কী দিতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন। — মারিয়াম বিবি, তোফাপুর, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আবূস্ সা'সা জাবের ইবনু যাইদ, সাঈদ ইবনু জুবাইর এবং ইব্রাহীম নাখায়ী বলেন, সে এর পরিবর্তে একটি সওম পালন করবে (মুসান্নাফা ইবনে আবী শাইবার হাঃ ১২৫৭৬, ১২৫৭৭ উভয় আসারের সূত্র সহীহ্)। আবার কিছু উলামা বলেন, কেউ বিনা কোনো ওজনে ইচ্ছাকৃতভাবে রমাযান মাসের একটি সওম ভেঙে দিলে, তার পরিবর্তে তাকে দুই মাস সওম পালন করতে হবে। তাঁদের দলীল —

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

এক ব্যক্তি রমাযান মাসে (স্বেচ্ছায়) সওম ভেঙে দিলে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ একটি দাস মুক্ত করতে অথবা দু মাস সওম পালন করতে অথবা ৬০টি মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করতে বললেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮৭২)। দলীলের দিক দিয়ে এ মতটাই শক্ত।

৪। প্রশ্ন ঃ অপবিত্র শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তি গোসলের পূর্বে সাহারী খেতে পারে কি না? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন — নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সুতি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উক্ত অবস্থায় সাহারী খেতে পারে। কারণ সাহারীর সাথে গোসলের কোনো সম্পর্কে নেই এবং গোসলের সম্পর্ক হল স্বলাতের সাথে। তাই রমাযান মাসে এই অবস্থার মুখোমুখী হলে, সাহারী খাওয়ার পরে গোসল করে নিলে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। আর কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফজরের পূর্বে গোসল না করতে পারে আযানের পরে গোসল করে স্বলাত আদায় করে তবে তার সেই দিনের নফল সিয়ামে কোনো অসুবিধা হবে না। এ ব্যাপারে আম্মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এহেন অবস্থায় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অপবিত্র অবস্থায় সকাল করে সিয়াম রাখতে চেয়েছি? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উত্তরে বলেন —

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ.

আমিও কখনো কখনো অপবিত্র অবস্থায় সকাল করে

সিয়ামের ইচ্ছা করি তখন আমি গোসল করেনি ..... (আবূ দাঊদ হাঃ ২৩৮৯ সূত্র সহীহ্)। আয়েশাহ ও উম্মে সালমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র একটি বর্ণনায় আছে —

اِنَّ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنَّ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُوْمُهُ.

তিনি স্বপ্নদোষের কারণে নয় বরং সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন। অতঃপর সেই দিন সিয়াম রাখতেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১৯৩১, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮৬৭, ১৮৬৯)।

৫। প্রশ্ন ঃ সিয়ামের অবস্থায় কানে অথবা চোখে ওষুধ দেওয়া যাবে কি? — সুলতান আহমাদ, সুতি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ যেহেতু নাকে, কানে ওষুধ দেওয়াই মানুষের শরীরে ওষুধ প্রবেশ করে যায় আর একাজে সম্মতিও থাকে ফলে তার সিয়াম সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন —

الأُفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَ لَيُسَ مِمَّا خَرَجَ، وَ الْوُضُوْءُ خَرَجَ وَ لَيُسَ مِمَّا دَخَلَ.

কোনো বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে সওম ভেঙে যায় আর বের হলে ভাঙে না এবং কোনো বস্তু শরীর থেকে বের হলে অযু ভেঙে যায় আর প্রবেশ করলে ভাঙে না (আল্ আউসাত লি-ইবনিল মুনযির আসার ৮১ সূত্র সহীহ্)। বুঝা গেল, কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খাদ্য, পানি, ওষুধ ইত্যাদি নিজের শরীরে প্রবেশ করালে সিয়াম ভেঙে যায়। এই সার্বিকতা থেকে টীকা লাগানো অথবা নাকে-কানে ড্রপ দেওয়ার কোনো ব্যতিক্রম আমার জ্ঞানে নেই। সুতরাং সতর্কতা হল এটাই যে, অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে সিয়াম পালন না করে, পরে কাযা করে নেওয়ায় উত্তম হবে (ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ, হাফেয যুবাইর আলী যায়ী ২/১৩৮-১৩৯)।

৬। প্রশ্ন ঃ কোনো শিশু জন্মের পূর্বে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় অথবা জন্মের পরে সপ্তম দিনের আগেই মারা গেলে সেই শিশুর আকীকাহ্ দিতে হবে কি? দলীল সহ উত্তর দিবে — মিসবাউদ্দীন, উলিমপুর নতুনপাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ কিছু শাফেয়ী ও হাম্বেলী ওলামাগণ বলেছেন, যদি অকাল প্রসূত ভ্রূণ হয় (তাতে রূহ দেওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়) যাকে আরবী ভাষায় আস্ সিক্তু' বলা হয়। তবে তার অকীকাহ্ দিতে হবে না। কারণ শরীয়তে যার আকীকাহ্ দিতে বলা হয়েছে তা হল মাউলূদ অথবা গুলাম। আর এটাকে মাউলূদ বা গুলাম বলা যাবে না। হ্যাঁ যদি পেটে চার মাস থাকার পর (তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর) মারা যায়, পেটে মারা যাক বা জন্মলাভ করার পর তার আকীকাহ্ দেওয়া সুন্নাত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيُقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَ يُحلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُسَمَّى.

সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা ন্যাড়া করতে হবে (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩১৬৪, তিরমিযী হাঃ ১৫২২ সূত্র হাসান। ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্ উরদূ ২/৫২৭-৪২৮, দেখুন ঃ ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্ ১৩/১৫৭৯২)।

সাত দিনের পূর্বেই মারা যায় স্পষ্ট ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কথা হল, তার পক্ষ থেকে আকীকাহ্ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, সে আকীকার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকেনি। এমত পোষণ করেছেন হাসান বাসারী, ইমাম মালেক এবং ইবনু স্বলেহিল উসাইমীন প্রমুখ (আল্ মুন্তাকা মিন ফাওয়ায়েদিল ফাওয়ায়িদ ১/১২০, আল্ মাউসূয়া আল্ ফিক্বহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ্ ৩০/২৭৭)। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ০৭.০৪.১৯ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেবের দারসে কুরআনের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। দারসে কুরআনে তিনি সূরাহ্ মুহাম্মাদের শেষ আয়াতটি তেলাঅত করেন এবং তার ভাবার্থ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদের ডাক দিয়ে বলেন, শোনো তোমরা তো তারাই যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করছে, যারা কৃপণতা করছে, যারা কৃপণতা করছে তারা নিদের জন্যই কৃপণতা করছে। অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজের অকল্যাণ ডেকে আনছে। তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ কিন্তু অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমরা দান প্রদান থেকে হাত গুটিয়ে নাও অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জায়গায় তোমাদের পরিবর্তে এমন এক অন্য জাতিকে সেই জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যারা তোমাদের চাইতে অনেক বেশি দানশীল হবে। তারা তোমাদের মতো হবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, মানুষ যা কিছু ব্যয় করে আল্লাহ্ তার বিনিময়ে তাকে অনেক বেশি দেন। আল্লাহ্ আরও বলেন — হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। আর তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবনপণ জেহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম তোমরা জানতে। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, দান ও সাদকা করলে ধন ও মাল কমে যায় না'। যাই হোক বর্তমান জেলা জমঈয়ত আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। আমাদের সকলের উচিত এই আর্থিক সংকট থেকে সার্বিকভাবে উত্তরণের উপায়। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, স্বেচ্ছা দান প্রকল্পে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু সদস্য নিয়মিত ভাবে প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা করা থেকে অবহেলা করছেন। উক্ত সদস্যরা যদি নিয়মিত আন্তরিক হন, তাহলে আশা করি আমরা অনেকটাই আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব। তবে এখনো যাঁরা উক্ত স্বেচ্ছা দান প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে বিরত আছেন অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই সেই সামর্থ রাখেন তাঁরা যদি উক্ত স্বেচ্ছা দান প্রকল্পে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে আমাদের আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবো ইনশা-আল্লাহ্। অতএব আসুন আমরা দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের সঠিক বিষয় উপলব্ধি করার ও সেই মতো আমল করার তাওফীক দান করুন — আমীন

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ— জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ সংগঠন আগামী রমাযানের নতুন চাঁদের ব্যাপারে যথাযথভাবে খোঁজ খবরের পর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উক্ত সঠিক সিদ্ধান্ত মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত সক্রিয় ব্লকের দায়িত্বশীলদের যথা সময়ে যথাযথভাবে জানানো হবে। অনুরোধ থাকছে ব্লকের দায়িত্বশীলদের প্রতি তারা যেন জেলা নেতৃত্বকে সঠিক সংবাদ জানানোর সুযোগ দেন। সংবাদ জানানোর পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে প্রতি ব্লকের প্রকৃত ও কার্যকরী দায়িত্বশীলদের ফোন নম্বরের ভিত্তিতে একটি Whatsapp Group খোলা হবে এবং যথা সময়ে তারপর প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্যগুলো সেই Whatsapp এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে ইন্‌শা-আল্লাহ্।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৪২ পাতার পর —

১৪। প্রশ্ন ঃ শয়তানের উক্ত আওয়ায সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ কী বলেছিলেন ?

উঃ— এটা সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আমি অতি সত্বর তোর জন্য বেরিয়ে পড়ছি (আহমাদ হাঃ ১৫৮৩৬)।

১৫। প্রশ্ন ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উক্ত উক্তির পর কোন সাহাবী কী বলেছিলেন ?

উঃ— আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযালাহ্ বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই সত্তার কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, আপনি চাইলে আগামীকালই আমরা মিনাবাসীদের উপর তরবারী নিয়ে হামলা চালাব।'

১৬। প্রশ্ন ঃ আব্বাস বিন উবাদাহ্ বিন নাযালাহ্ এর উক্তির উত্তরে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেছিলেন ?

উঃ— আমি সে জন্য আদিষ্ট হইনি, তোমরা স্ব স্ব তাঁবুতে ফিরে যাও (আহমাদ হাঃ ১৫৮৩৬, ইবনু হিশাম ১/৪৪৭)।

সন্তান আপনার শিক্ষা আমাদের সম্পদ দ্বীন ও দুনিয়ার

মাদ্রাসা রিয়াজুল উলুম বাবুপুর

পোঃ - গঙ্গাপ্রসাদ, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ

পরিচালনায় ঃ মাদ্রাসা কমিটি

Govt. Regd. No. IV-21/P-1975 ESTD : 1906

নিজামিয়া ঃ রওজা থেকে দাওরা (ফারেগ) পর্যন্ত

সম্মানীয় সুধীবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহ্।

আপনারা অবগত আছেন যে, মাদ্রাসা রিয়াজুল উলুম বাবুপুর এক পুরাতন ঐতিহ্যবাহী নিজামিয়া মাদ্রাসা। আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০ তে এখানে দাওরা চালু হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

আপনি আপনার সন্তানকে দ্বীনি ভাবধারায় সু-নাগরিক করে গড়ে তুলতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করুন এবং আর্থিক সাহায্য ও সু-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করুন।

প্রধান শিক্ষক ঃ শাইখ ইরফানুল হক মাদানী

মাদ্রাসা কমিটির পক্ষে —

যুগ্ম সভাপতি ঃ
মাষ্টার নৈমুদ্দিন সাহেব
মাষ্টার ইলিয়াস সাহবে
জামালুদ্দিন সাহেব

যুগ্ম সম্পাদক ঃ
আতাউর রহমান (৯৭৭৫৯৮৮৫৮০)
মাষ্টার আবুল কালাম
আল্‌হাজ মুসা সাহেব (কোষাধ্যক্ষ)

যোগাযোগ ঃ মাওলানা মেকাইল সাহেব (7872394569 Whatsapp).

বিঃ দ্রঃ - মাদ্রাসায় ভর্তির তারিখ ঃ ১১ই শাওয়াল থেকে ২০শে শাওয়াল পর্যন্ত।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা

Bank Name : Bank of Baroda
Branch Name : Ilimpur
A/c. Holder Name :
Md. Naimuddin
Md. Musa, Ataur Rahman

A/C. No. - 19100100005888
IFS. Code : BARB0NASIPU
MICR. - 742012510

বিশেষ আবেদন

আস্‌সালামু আলাইকুম অ রহ্‌মাতুল্লাহ্
সম্মানীত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা —

আপনাদের অজানা বিষয় নয় যে, দেশস্থ সরকারকে নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিতে হয়। অস্বচ্ছ সোর্স হতে আয় ও সরকারী নীতি বহির্ভূত পদ্ধতির মাধ্যমে এবং দেশের জন্য অশুভ ও অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্যয় করলে তা দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এমন ব্যক্তির জন্য কারাবাস, আর্থিক জরিমানা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। সারা পৃথিবীর বিচারকের বিচারক হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্। তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে আপনিও নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিতে বাধ্য। তিনিই হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটি। তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি তার পাদুকাদ্বয় স্থানান্তর করতে পারবে না, যাবৎ সে পাঁচটি (তাৎক্ষণিক) প্রশ্নসমূহের সদুত্তর প্রদান না করছে। তার মধ্যে দুটি প্রশ্ন হল, কোথা হতে আয় করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছো?’’ (সুনানুদ্দারিমী ৫৫৪, সহীহ্ তারগীব ৩৫৯২)। বিদাতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ইসলামী আদর্শ বিনষ্টকারী সংগঠনে দান করলে, অন্যায়কে সাহায্য করার অপরাধে আপনার যাবতীয় পূণ্য বাতিল বলে ঘোষিত হতে পারে।

সরল পথ ট্রাষ্ট সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথের বিকাশের জন্যই গঠিত। এই ট্রাষ্টে আপনার দান কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠা কল্পেই ব্যয় হবে ইন্‌শাআল্লাহ্ । সরল পথ পত্রিকা, সরল পথ অ্যাকাডেমি (হিফ্য বিভাগ, অ্যাকাডেমি, নিযামিয়া বিভাগ, সরকারী ডিগ্রিসহ), সরল পথ পাবলিকেশন এবং সরল পথ রিলিফ ফাণ্ড ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কল্যাণকর কাজকে তরান্বিত করতে নিজস্ব সাধারণ দান ও যাকাত প্রদান করে আপনাকেও এ মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে ইহ-পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত রাখুন। আপনাদের অবগতির জন্য বলি, ‘‘দান করলে সম্পদ কমেনা’’ (সহীহ্ মুসলিম, ২৫৮৮)। মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘‘তোমরা যা দান করো তার পরিবর্তে আল্লাহ্ পুনরায় তা দিয়ে দেন’’ (সূরাহ্ সাবা, ৩৯)।

আসন্ন নেকীর মরশুম রমাযানে সাধারণ দান ও যাকাত হতে সাহায্য করে অশেষ পুণ্যের ভাগিদার হোন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন, আমীন।

বিনীত
আব্দুল্লাহ্ সালাফী (চেয়ারম্যান)
সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট